রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷৹ ডাক মাশুল ১৷৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৲ ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷৹, ডাক মাশুল ১৷৷৹টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৴৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ১৩ই ফাল্‌গুন, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ সাল। } ২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভূষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর্! এই মহৌষধ [illegible] ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মুল্য ৷৷৵৹

২। গ্রীষ্মকালীন পানীয় দ্রব্য। পরি[illegible] এক চামচে পান করিলে [illegible] হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধি[illegible] পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মুল্য [illegible]

৩। [illegible] হিম সাগর তৈল। এই [illegible] তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু, পিত্ত [illegible] বিশেষ উপকার লাভ করিবে। [illegible] ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদরাধ্মান, বায়ু [illegible] ইত্যাদি। মুল্য ১৲

৪। বাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মুল্য ৸৹

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পাম্বা দ্বারা বা শোণিতবিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মল্য। ৸৹

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে [illegible] ৷৹

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রীলোকের বাধক পুরাতন কাশী, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৵৹

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার শীঘ্র উপশম হইবে। মুল্য ৸৹

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নুতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷৹

এস্ বি, দে, এণ্ড ডি, এন, মিত্র, এল, এম, এস, কৃত।

বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একশ্চেঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেবদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমুত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা ৫ টাক

ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মুল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দুর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ৷৷৹ ডাকমাশুল ।৹ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্‌গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸৹ ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াশাঁকো চিতপুর রোড ৩৭৮ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মুল্য ২৷৷৹ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।
এজেন্ট।

নূতন পুস্তক

স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্য।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর
প্রণীত।

মুল্য ১।৹ পাঁচ শিকা।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কেনিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ ন[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলে[illegible] ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১[illegible] ডাক মাশুল ৴৹ অনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন আশ্চর্য্য পিল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হা[illegible] বহু যত্নে ডাক্তার এড্‌ওয়ার্ড গুডিব, বেল[illegible] সং মেক্‌নামারা সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে "[illegible] ম্যালেরিয়া ফিবর টনিক পিল" নামক বটি[illegible] ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায় দুই বৎসর চিকিৎ[illegible] দ্বারা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা বিশেষ উপকারী দ[illegible] সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, করন্‌ওয়া[illegible] ষ্ট্রিট ২০৫ সংখ্যক ভবনে এন, এম, হালদা[illegible] মেডিকেল হলে উক্ত বটিকা প্রাপ্ত হইবেন। এক বাকস্ ১৲ এক টাকা মাত্র। উক্ত মেডি[illegible] হলে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ৮ টা প[illegible] ও বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত চক্ষু ও অন[illegible] রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে, ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথী ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

		মায় ডাকমাশুল
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ঐ	২য় সংখ্যা	১৵০
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১।।০
রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন		
টাকরোগের মহৌষধ		১।।০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট		২৫
ঐ	ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ	১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা ই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়
৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নূতন পুস্তক।

চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরি, চুরীবাজার ৮৪নং এবং প্রধান২ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০

গুপ্ত কথার সাদৃশ্য 'গুপ্ত লিপি' নামক রহস্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এজেন্ট আফিশে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্রের নিকট বা ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট প্রেসে' প্রাপ্তব্য।

প্রতি ফর্মার মূল্য ১০ আদ আনা।

মফঃসলে অগ্রিম চারি মাসের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৫০

সমান সংখ্যা একত্রে ১৬ কপি লইলে ডাকমাশুল লাগিবেনা।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

	মূল্য	ডাকমাশুল
প্রবেশ	১	৵০
(শাস্ত্রসম্মত)	১	৵০
প্রেমাঞ্জলি	১	৵০

অগ্নিকারতত্ত্ব ।।০ ৵০

কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে ও আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficueties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. *Law Observer*

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Tacker Spink & Co's Library.

নূতন নাটক! উৎকৃষ্ট নাটক!!

বীরমালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্টান্‌হাপসে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দত্ত

পৃথ্বিরাজ।

অথবা ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়

প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা

৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট, জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর অপর চিতপুর রোড ত্রৈলক্ষ নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম বাজার গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আমার পতি জেলা রঙ্গপুরাধীন পরগণে কুণ্ডীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী দেবনাথ দাস মহাশয় বিগত ২৭ সে পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি কাহার অনুরোধ পরবশ না হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান হর মোহন দাস ও জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান খগেন্দ্র নারায়ণ দাসের সমক্ষে আমাকে বাচনিক এই আদেশ করেন যে "আমার ঔরস জাত অথচ তোমার গর্ভজ এক মাত্র সন্তান শ্রীমান দ্বারকা নাথ দাস এই ক্ষণ বর্ত্তমান আছেন, ঈশ্বর না করেন যদি উক্ত পুত্রের অকৃতদার বা অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয় তবে তুমি একাভাবে দ্বিতীয় এই পর্য্যায় ক্রমে ক্রমিক দশটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া আমার ও পিতৃ পুরুষগণের জল পিণ্ডাধিকারী ও আমার ত্যক্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী করিবা" পতি মহাশয়ের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাহার জীবন শেষ করিবেক তাহা পূর্ব্বে অনুমান করিতে না পারায় তিনি দত্তকানুমতি পত্র প্রদান করেন নাই।

শ্রীদীনময়ী দাসী।
সাকিন বৈকুণ্ঠপুর পরগণে
কুণ্ডী জেলা রঙ্গপুর।

পাইকপাড়া নর্শরি।

এই স্থানে উত্তম উত্তম ফল ফুল ও লতার গাছ চারা ও কলম প্রস্তুত আছে। যে রকমের যাহার প্রয়োজন হইবে মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। আর দেশী ও বিলাতি গোলাপ প্রায় ১২৫ প্রকারের কলম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের ও অন্য অন্য ফুল গাছের এই ঠিক রোপণের সময়। নাগাইত চৈত্র রোপণ করিলে ইহাদের মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পরে জল দিয়া গাছ বাঁচাইতে হয়। এখানে গাছের দর অতিশয় সুলভ এরূপ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। যাহাদের বাগানের উপর যত্ন ও শ্রদ্ধা আছে অনুগ্রহ করিয়া আমায় পত্র পাঠাইলে গাছ সকলের নাম ও নম্বর দিয়া উত্তম রূপে বাক্সে প্যাক করিয়া যিনি যে রূপ বলিবেন রেলে, ইষ্টিমারে বা নৌকায় পাঠাইয়া দিব। নিতান্ত ভরসা করি দেশের রাজা জমিদার ও বড়লোকগণ যত্ন সহকারে এই জাতীয় নর্শরি হইতে স্ব স্ব বাগানের আবশ্যকীয় গাছ সকল অবশ্যই লইবেন। গাছের নাম ও দরের তালিকা ইংরাজিতে ছাপান আছে আবশ্যক হইলে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিব।

এখানে সর্ব্ব প্রকার দেশী ও বিলাতি বাগান সাজাইবার যোগ্য চিরস্থায়ী ফুলের বিচ যখন যাহা রোপণ করিতে হয় পাওয়া যায়। ইহাদের নিমিত্ত গ্রাহক হইতে গেলে বার্ষিক ১৪ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

এখানে ৪০ রকমের আঁবের কলম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলিই উৎকৃষ্ট ও অতি বৃহৎ।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া, নর্শরি, কলিকাতা।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

মৌলবী আব্দুল জব্বর খাঁ বাহাদুর মজফরপুর	৫
বাবু কুলদা প্রসাদ সেন বীরভূম	৭
„ বীনোদ বেহারি সরকার বীরভূম	৭
„ ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সৌদাবাদ বহরামপুর	১০
„ হর দয়াল রায় ত্রিপুরা	৫
„ মাখন লাল বসু পীপরাকুটি, মতিহারী	৫
„ কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ সকরিগলি, সাহেবগঞ্জ	১০
„ উমেশ চন্দ্র রায় মজফরপুর	১০
„ হেরম্ব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নদীয়া	১০
„ গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফুলবাড়িয়া, ঢাকা	৫
„ মহিউদ্দিন রেওয়ারি, দিল্লি	৫
„ কৈবল্য নাথ বিশ্বাস খড়দহ	১০
„ হরেন্দ্র কুমার সরকার দাসোরা, মানিকগঞ্জ	৫।।০
„ প্যারী মোহন চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুর, রাজসাহী	৫
„ কেদার নাথ বখসী ঝিনাইদহ	১০
„ সেক্রেটারী দেওনারায়ণফ্রি লাইব্রেরী গাজিপুর	১০
„ অন্নদাচন্দ্র রায় চৌধুরী আগরপাড়া পানিহাটি	১০
„ ডাক্তার বি, এন বসু ফরিদপুর	১০
শ্রীরামপুর লাইব্রেরী শ্রীরামপুর	১০
„ চন্দ্র কান্ত ঘোষ চৌকীডাঙ্গা, দীনাজপুর	১০
„ দীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহরামপুর	১২
„ কেদার নাথ সেন দিল্লি	১০
„ বৈকুণ্ঠ নাথ রায় জাহানাবাদ, বহরামপুর	১০
„ মহেন্দ্র নারায়ণ মল্লিক পালিত পাড়া	৫
„ ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খগলা	৫।।০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ১৩ই ফালগুন বৃহস্পতিবার।

দেশের তালিকা সংগ্রহ।

গবর্ণমেন্ট মফস্বলে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ক্যাম্বেল সাহেব এই নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। উত্তমরূপে রাজ্য শাসন করিতে হইলে দেশের তাবৎ বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে যত যত্নশীল হইবেন দেশের তত মঙ্গল। টেম্পল সাহেবও এ কার্য্যটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। "ষ্ট্যাটিসটিকাল রিপোটার" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা তিনি বাহির করিতেছেন এবং ইহার সম্পাদকতার ভার এক জন যোগ্য সিবিলিয়ানের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই পত্রিকা খানিতে দেশের সমুদায় বিষয়ের অবস্থা বর্ণিত থাকিবে। আমরা ইহার যে কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বোধ হইতেছে যে উহা উত্তমরূপে চলিবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে প্রণালীতে মফস্বলের সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা সাধারণ লোকে জানিতে পারিবেন না। ক্যাম্বেল সাহেবের সময় এক খানি সারকুলার চিটি বাহির হয়। তিনি জানিতে চান যে, প্রতি জেলায় কত ভূমি উঠিত, কত ভূমি পতিত, পতিত ভূমির মধ্যে কতই বা মাঝে মাঝে উঠিত হয় এবং কত উঠিত হয় না ইত্যাদি। মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি আদেশ হয় যে, তাহারা ইহার একটি তালিকা পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেটগণ এই সারকুলার অর্ডারের প্রতিলিপি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাহারা তাহাদের অধীনস্থ থানা সকলে প্রেরণ করেন। সকলেরই প্রতি হুকুম যে, অতি সত্বর উক্ত তালিকাটি প্রেরিত হয়। যে দেশে কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে বৎসর বৎসর মানচিত্র করা হয়, কি যে দেশের জমিদারেরা বৎসর বৎসর এ বিষয়ের হিসাব রাখেন এ সমুদায় বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এদেশে ইহার কিছুই নাই। প্রত্যুত জমিদারী প্রণালীর জটিলতার নিমিত্ত ইহা এক রূপ অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে। যদিও জমিদারেরা জমা জমির চিঠা প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তথাপি নানা কারণে লোকের গবর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতি যেরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহাতে সহজে এ সমুদায়ের ঠিক সংবাদ তাহারা দিতে স্বীকার হন না। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যেরূপ প্রণালীতে এই সমুদায় বিবরণ প্রস্তুত করেন তাহার আগা গোড়া যে ভ্রমপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য। বিভার্লি সাহেব শীঘ্র শীঘ্র বাটি যাইবেন বলিয়া হুকুম দেন যে, যে আমলা প্রত্যহ ১৫ শত নামের হিসাব প্রস্তুত করিতে না পারিবে তাহার বেতন তিনি দিবেন না। সুতরাং আমলারা করে কি, প্রত্যহ মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিয়া, এমন কি, ২০০০। ২৫০০ নামের হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিল। এ দেশের জন সংখ্যার ফল বিভালি সাহেবের এক হুকুমে সাড়ে ছয় কোটি হইল। এই ভ্রমের নিমিত্ত কত অনিষ্ট হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট এই মিথ্যা হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া এখন বলিতেছেন যে, এ দেশের লোকেরা অতি অল্প ট্যাক্স দেয়। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়টি দৃঢ়রূপে হৃদ্ বোধ হইলে ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবে এবং তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ। এই জন সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, এখন প্রতি মাজিষ্ট্রেটের অধীনে বিস্তর লোক থাকে এবং এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় কোন কোন জেলা ভাঙ্গিয়া দুটি জেলা করা হইয়াছে সুতরাং কোন কোন স্থলে রাজ কার্য্যের ব্যয় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি আমদানি রপ্তানির নিয়ম করেন তাহা হইলেও দেশের সর্ব্বনাশ। যেরূপ ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয় করিতে ভুল করিলে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করিতে পারেন, রাজা সেই রূপ ভ্রমপূর্ণ বৃত্তান্ত লইয়া রাজত্ব করিলে দেশে ভয়ানক বিশৃংখলা হইতে পারে। তালিকা সংগ্রহ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের সহিত কার্য্য করা যে কত বড় অন্যায় তাহা বলা যায় না। আমরা শুনিয়াছি এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের প্রতি গবর্ণমেন্ট হইতে এক বার একটি আদেশ আইসে যে, তাহার মহকুমায় কত উঠিত ও কত পতিত জমি, উহার মধ্যে কত নিষ্কর ও কত মাল জমি, কোন্ কোন্ শস্য উৎপন্ন হয় এবং কোন্ শস্য কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার একটি তালিকা তিনি পাঠান। তিনি এই চিঠি পড়িয়া অস্থিত পঞ্চকে পড়েন। কি করেন স্থির করিতে পারেন না। নানা রূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন, কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। ইতি মধ্যে গবর্ণমেন্ট হইতে এক তাগিদ আসিয়া উপস্থিত। ডেপুটি বাবু প্রাণ পণে হিসাব প্রস্তাব করিতে আরম্ভ করিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ইতি মধ্যে তিনি বদলী হইয়া অন্যত্র গেলেন। তাহার স্থলে যিনি উপস্থিত হইলেন তিনি এক জন সাহেব। তিনি উপস্থিত হইলে তাহার নিকট ঐ বিষয়ে এক কড়া চিটি গবর্ণমেন্ট পাঠাইলেন। তিনি বিষয়টা কি অবগত হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "হিসাব এত দিন কেন যায় নাই কেন? কাগজ পত্র লইয়া আইস, আমি এখনই হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিলেন, গবর্ণমেন্ট ভারি খুসী হইলেন এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের প্রোমসন হইল। "ষ্ট্যাটিসটিকাল রিপোর্টারে" যে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা যদি এই রূপে সংগৃহীত হইতে থাকে তাহা হইলে যে, লোকের উহার প্রতি কোন রূপ আস্থায় থাকিবে না তাহা বলা বাহুল্য।

আহ্লাদ

দেশীয় লবণের ব্যবসায়।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা আহ্লাদ সহকারে উহা এ স্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

লবণ প্রস্তুত করণের উপায় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে লবণ ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতেছি। ইতি পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে লবণ প্রস্তুত হইত। এইক্ষণ তাহা আর এখানে প্রস্তুত না হইয়া লিভারপুল হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এ দেশের জন সাধারণের সংস্কার এই যে গবর্ণমেন্ট লবণ প্রস্তুত ব্যবসা উঠাইয়া লইয়াছেন। সেটি মিথ্যা, গবর্ণমেন্টে শুল্ক শতকরা ৩২৫ টাকা দিলে যে কেহ ঐ ব্যবসা করিতে পারেন। তবে উহা এ কাল পর্য্যন্ত এ স্থানে নিবারিত থাকিবার প্রধান হেতু এই যে, এতদ্দেশে এতাদৃশী সাহসিক অর্থশালী কেহ নাই যে এক কালে ১লক্ষ টাকা দিয়া ঐ ব্যবসা চালান। জেলা ২৪পঃ মধ্যে এক্ষণে ডায়মণ্ড হারবারে মেকিন্টস্ কোম্পানির একটি লবণের ব্যবসা আছে এবং মেং কেনিডে সাহেব উহার ম্যানেজার। যখন এখানে লবণ প্রস্তুত হইত তৎকালে গবর্ণমেন্ট উহার ব্যবসা করিতেন। এইক্ষণ আমাদের ইচ্ছা যে এই নিতান্ত আবশ্যকীয় ও হিতকর ব্যবসাটি পুনঃ স্থাপিত হয়। এমত এক জন জমিদার, মহাজন বা ধনী দৃষ্ট হয় না যে, তিনি এই সমুহ ব্যয় ভার বহন করিয়া এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সুতরাং উদ্যোগ একাল পর্য্যন্ত হয় নাই। বিশেষতঃ যদি অল্প টাকায় এই বাণিজ্য আরব্ধ করা যায় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের শুল্ক এবং তত্ত্বাবধারণের খরচ দিয়া লাভ করা সুকঠিন। এ কারণ প্রথমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। যদি অন্যূন ১০ টাকা করিয়া মুল ধনের অংশ (সেয়ার)' নির্দ্ধাবণ করা যায় তাহা হইলে ১০০০০ লোকের সাহায্য আবশ্যক এদেশের কি ইতর কি ধনী সকল শ্রেণীর লোকেরই এই বাণিজ্যে কিছু না কিছু লভ্য হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই দশ হাজার লোক সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। এপ্রকার একটি ব্যবসা দেশে পুন প্রচারিত হইলে যে কত দূর উপকার হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। লবণ কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল।

১ম। প্রথমে মুল ধন হইতে কিছু টাকা লোন কাটা দিগকে (অর্থাৎ যাহারা লবণ প্রস্তুত করে) দাদন (আগোয়া) দিতে হইবেক। তাহারদিগের সহিত এই রূপ চুক্তি করা আবশ্যক যে ঐ টাকা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবেক এবং গোলায় মাপ করিয়া দিবে। প্রতি মণে উহাদিগকে ৸০ কি ৸৵০ আনা করিয়া দিতে হইবেক। এই সমস্ত লোককে টাকা দাদন ও তাহার হিসাব এবং সময়ে ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য এক জন মুহরী রাখিতে হইবেক।

২য়। কোম্পানির নিজ লোক দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিতে হইলে অন্যূন ১৫ জন লোক মাহিনা করিয়া রাখিতে হইবেক। তাহার মধ্যে ৫ জনা জল জ্বাল দিবেক, অপর ৫ জন কাষ্ট আহরণ করিবেক। অবশিষ্ট ৫ জনা জল জমাইয়া লবণ প্রস্তুত হওনোপযোগী মৃত্তিকা সংগ্রহ করিবেক।

৩য়। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোন একটি স্থানের জঙ্গল প্রথমে পরিস্কার করিতে হইবে। পরে খালের জল আনিবার উপায় করিয়া জোয়ারের সময়ে ঐ জল মৃত্তিকার উপর তুলিতে হইবেক। এই রূপে ২।৩ বার জল তুলিয়া দিলে উপরে এক প্রকার সরের ন নরম মাটি পাওয়া যাইবেক। উহা ক্রমে চাঁচিয় লইয়া এক স্থানে রাখিতে হইবেক। পরে খালের লবণাক্ত জল আনিয়া ঐ মৃত্তিকা কুঁড়িতে (অর্থৎ মালসার ন্যায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক প্রকার পাত্র) করিয়া জ্বাল দিলে প্রথমে যে লবণ হইবে তাহা উত্তম লবণ হইবে। ক্রমে অপরিস্কার বা তলানী মাটি হইতে যে লবণ প্রস্তুত হইবেক তাহার তীব্রতার ইতর বিশেষ হইবে এবং অপেক্ষাকৃত ময়লা হইবেক।

৪র্থ। এই কালে অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই কয়েক মাসে লবণ অতি সহজে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি পল্লিগ্রামে দেশীয় লবণ প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আর বিলাতী লবণের গৌরব থাকে না। অনেক পরিবার মধ্যে অদ্যাপি বিদেশীয় লবণের প্রতি বিশেষ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। অগত্যা বিদেশীয় লবণ ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। একারণে অনুমান করি বিক্রয় করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না। দেশীয় লবণ সুলভ হইলে, হিন্দু পরিবারের মধ্যে প্রায় লিভারপুলে লবণ ব্যবহৃত হইবে না।

নিম্ন লিখিত তপ্‌শীল দৃষ্ট করিবেনঃ—

প্রয়োজনীয় মুল ধন	৮০০০০ টাকা
১০৲ টাকা মুল্যের অংশে	৮০০০ অংশ
২০০০০ মণ লবণ প্রস্তুতের ব্যয়	১৫০০০৲ টাকা
গবর্ণমেন্টের ডিউটি	৬৫০০০৲
মোট খরচ	৮০,০০০৲
২০০০০ মণ লবণের বাজার মুল্য ৪৷৷০ টাকার হিসাবে	৯০,০০০৲
লভ্য	১০,০০০৲
বাদ খরচ	
বেতন	৩২০০৲
নৌকা ভাড়া	৫০০৲
ভূমির খাজনা ও বাজে খরচ	৩০০৲
	৪০০০৲
নিকর লভ্য	৬০০০৲

৪৲ টাকা শত করা ৮০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩২০০৲

যে যে স্থানে বাৎসরিক যে পরিমাণে লবণ বিক্রয় হইবার সম্ভব।

	টাকী	১৫০০ মণ
রসুরহাট মহকুমা	ইটিণ্ডা	১০০০
	বাদুড়িয়া	২০০০
	মোট	৪৫০০ মণ

	সাতক্ষিরা	১০০০
	কালীগঞ্জ	৫০০
তক্ষিরামলুকুম	শ্রীপুর	১০০০
	দেবহাট	১৫০০
	আশাশুনী	৫০০
	মোট	৪৫০০ মণ
	খুলনা	৪০০০
	বাগহাট	৫০০০
	মোট	৯০০০ মণ
		১৮০০০ মণ
	বাকী কলিকাতায়	২০০০
		২০,০০০ মণ

—

গবর্ণমেন্ট খাল ও রেলওয়ে দ্বারা বাঙ্গলা দেশ চিত করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। আগামী সরে দারজিলিং রেলওয়ে সম্পূর্ণ না হউক উহার ধিক অংশ নির্ম্মাণ হইবে। এই রেলওয়েটি নির্ম্মাণ ইলে সুদ্ধ বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সৌকর্য্য হইবে , ইহা দ্বারা আর একটি বিশেষ উপকার হইবে। াঙ্গলায় এখন সর্ব্বত্র পীড়ার প্রাদুর্ভাব, উত্তর পশ্চিম ঞ্চলেও ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গলাবাসীর মিত্ত যেমন অন্নেরও দিন দিন অভাব হইতেছে, মনি স্বাস্থ্যেরও অভাব হইতেছে। দারজিলিং রেলওয়ে ারা যেরূপ বঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার বাণিজ্যের উপ- কার হইবে, তেমনি দারজিলিং বঙ্গবাসীদিগের আয়ত্তের ধীনে আগমন করায় সুস্থতার বিশেষ সাহায্য ইবে। গবর্ণমেন্ট আর একটি অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত ইতেছেন। পদ্মা হইতে ভাগিরথী পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ াল খনন করিতেছেন। এই খালটি গোয়ালন্দ হইতে াহির্গত হইয়া রেলওয়ের নিকট দিয়া কলিকাতা মুখ প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পতিত হইবে। ইহাতেও বাণিজ্যের সৌকর্য্য হইবে। আর একটি উপকার হইবে। নদিয়া জেলার অধিকাংশ স্থানে ভারি জলের কষ্ট। এই জল কষ্টের নিমিত্ত অনেক স্থানে প্রায় অন্নের কষ্ট উপস্থিত হয়। এই খালটি খনন হইলে এই জলের কষ্ট অনেকটা দূর হইবে এবং জল কষ্ট দূরের সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্ন কষ্টের লাঘব হইতে পারে। ইহাতে আরো একটি উপকার হইবার সম্ভাবনা। পদ্মার বেগ কিছু হ্রাস হইতে পারে। পদ্মার তাহা হইলে আর একটি শাখা হইবে এবং এই শাখা হইতে জল নিঃসৃত হইলে পদ্মার এখন যে প্রখর স্রোত আছে তাহার কিছু হ্রাস হইতে পারে। চতুর্থ উপকার এই যে, এদেশে মৎস্য সুলভ হইবে। পদ্মা নদী মৎস্যে পরিপূর্ণ। এখন এই মৎস্য রেলওয়ে যোগে কলিকাতায় আইসে, তখন খাল যোগেও মৎস্য এ প্রদেশে আমদানি করা যাইতে পারিবে। কৃষ্ণনগর, হুগলি, যশোহরের পশ্চিম দিক, বর্দ্ধমান প্রভৃতি যে সমুদয় জেলায় মৎস্যের ভারি অভাব সে সমুদয় স্থানে এই খাল যোগে অনায়াসে মৎস্যের আমদানি হইতে পারিবে। তবে ইহাতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের অনেক ক্ষতি করিবে। এরূপ সরল জল প্রণালী প্রাপ্ত হইলে মহাজনেরা রেলওয়ে দ্বারা মাল পাঠাইবেনা। কিন্তু খালে কুত বসিবে এবং গবর্ণমেন্ট যদি কুতের হার এরূপ করেন যাহাতে মহাজনেরা নৌকায় মাল পাঠাইবার কোন রূপ উপকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না। আবার দারজিলিং রেলওয়ে খুলিলে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের আয় বিস্তর বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং খাল কর্ত্তৃক যে ক্ষতি হয় তাহা অন্যরূপ আয় দ্বারা পূরণ হইবে। বিশেষতঃ ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে গবর্ণমেন্ট মাতর্ব্বরিতে নির্ম্মিত হয়। রেলওয়ে কোম্পানি এই ক্ষতির নিমিত্ত তত কাতর হইবেন না। গবর্ণমেন্টের খালে আয় হউক আর রেলওয়েই আয় হউক, উভয়ই তাহাদের ভাণ্ডারে পতিত হইবে। গবর্ণমেন্ট আরও কয়েকটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট সংকল্প করিয়াছেন যে, যশোহর, ফরিদপুর, কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর এবং ইষ্ট বেঙ্গল হইতে গোয়াড়ি পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবেন। সার রিচাড টেম্পলের ইচ্ছা যে, বাঙ্গলাময় রেলওয়ে, খাল, পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের সহায়তা করা। আর প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার লড ইউলিক ব্রাউন সাহেবও কায়মনোবাক্যে ইহার পোষকতা করেন। কমিশনার সাহেব রাণাঘাট হইতে উলার মধ্য দিয়া গোয়াড়ী পর্য্যন্ত একটি ট্রামওয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প করেন। আবার রায় ধন পং সিং বাহাদুর নদীয়া হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প করেন। তবে রায় বাহাদুর এই নিয়মে উহাতে প্রবৃত্ত হইতে চান যে, নলহাটী রেলওয়ে গবর্ণমেন্ট তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন। গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন না। লর্ড ইউলিক ব্রাউন নদিয়ার রোড সেস হইতে রাণাঘাট হইতে গোয়াড়ি পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। তবে তিনি ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় গবর্ণমেন্ট হইতে দিবেন অঙ্গীকার করেন। যশোহরে রেলওয়ে হইবার কথা যে, কত দিন অবধি হইতেছে তাহা আমাদের স্মরণও নাই। যখন যশোহরে দুই এক জন নূতন সাহেব গমন করেন, তখনই রাষ্ট্র হয় যে সেখানে রেলওয়ে হইবে। রাজা বরদা কণ্ঠের প্রস্তাবে মনরো সাহেব একবার এই রেলওয়ে নির্ম্মাণের বিষয় উদ্যোগ করেন। কিন্তু মনরো সাহেবের অনেক গুণ ছিল, দোষের মধ্যে তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য ছিল। তিনি যশোহরে অনেক সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন কিন্তু তাহার কিছুই হয় না। রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি উদ্যোগ মাত্র করেন। তাহার পরে এই রেলওয়ের নিমিত্ত অনেক গুলি লোকে একবার গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করে। গবর্ণমেন্ট সে দরখাস্ত গ্রাহ্য করেন না। ফরিদপুরে রেলওয়ে হইবার কথা পূর্ব্বে কখন অনুষ্ঠান হয় কিনা তাহা আমরা শুনি নাই। এ সমুদয় স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণের নিমিত্ত যেরূপ অনুষ্ঠানই হউক, এ পর্য্যন্ত কোন অনুষ্ঠানই কৃতকার্য্য হয় নাই। সম্প্রতি যখন গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তখন বোধ হয়এই কয়েকটী রেলওয়ে সত্বর হওয়ার সম্ভাবনা। ইষ্ট বেঙ্গল হইতে নদিয়ার মধ্য দিয়া বহরমপুর রেলওয়ে হইলে লোকের উপকার যে হইবে সে বিষয় আমরা সন্দেহ করি না, তবে যশোহর ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে লোকের যত উপকার হইবে বোধ হয় ইহাতে তত উপকার হইবে না। কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরের নিকট রেলওয়ে আছে। যশোহর ও ফরিদপুরের নিকটে রেলওয়ে নাই। আমরা শুনিতেছি বেলগাছিয়া ষ্টেশন হইতে ফরিদপুরের রেলওয়ে চলিয়া যাইবে। যশোহরে কোন্ স্থান হইতে রেলওয়ে আরম্ভ হয় গবর্ণমেন্ট তাহা এখন স্থির করেন নাই। তবে কাঁচড়াপড়া কি চাকদহা এই দুয়ের একস্থান হইতে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা তাহাদের ইচ্ছা। যশোহরে কাঁচড়াপাড়া, চাকদহা, আড়ংঘাটা, বগুলা এবং কৃষ্ণগঞ্জ এই কয়েকটী স্থান হইতে রেলওয়ে গমন করিতে পারে। যদি বারাশত দিয়া রেলওয়ে গমন করে, তাহা হইলে গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর প্রভৃতি কয়েকটী কারবারি স্থানের সুবিধা হয় এবং বারাশত মহকুমারও সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে অনেক দূর রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে যে পরিমাণে ব্যয় পড়ে সে পরিমাণে আয় না হইবার সম্ভাবনা। চাকদহ হইতে নির্ম্মাণ করিলে ঢের কম পড়ে, বনগ্রাম মহকুমার সুবিধা হয় কিন্তু ঝিকারগাছা ব্যতীত আর কোন কারবারি স্থানের সুবিধা হয় না। তবে কেশবপুরের নিকট হয়। আড়ংঘাটা দিয়া নির্ম্মাণ করিলে চাকদহ হইতে যত ব্যয় পড়ে প্রায় তত ব্যয় লাগে কি কিছু অধিক ব্যয় লাগিতে পারে। তবে ইহা দ্বারা এই কয়েকটি উপকার হয়। বনগ্রামের মধ্য দিয়া না হউক উহার নিকট দিয়া রেলওয়ে গমন করে। আড়ংঘাটা যশোহরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সুতরাং যশোহর হইতে অল্প সময়ে কলিকাতায় আগমন করা যায়। একটি স্থান যেখানে বিস্তর লোকের বসতি এবং বিস্তর বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, গতায়াতের পথের অভাবে এক অবস্থায় পতিত রহিয়াছে সে স্থানের লোকের উৎকর্ষের সুবিধা হয়। কেশবপুর, চৌগাছা কোটচাঁদপুর, ঝিকারগাছা প্রভৃতির মধ্য স্থানে হয়। কোটচাঁদপুর হইতে যদিও কৃষ্ণগঞ্জ যত দূরে এ রেলওয়ে তত দূর স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা, তবু কৃষ্ণগঞ্জ যাইতে হইলে রাস্তা পথ অবলম্বন করিতে হয়, শেষোক্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে নৌকা পথে দ্রব্যাদি আমদানী হইতে পারিবে। বগুলা হইতে নির্ম্মাণ হইলে কেবল অধিক ব্যয় পড়িবে অথচ আড়ংঘাটা অপেক্ষা কোন সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে প্রস্তুত হইলে যশোর জেলার এক পার্শ্বে রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইবে। কাঁচড়া পাড়া হইতে প্রস্তুত হইলে বোধ হয় কোন উপকারই হইবে না। কোন্ স্থান হইতে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে কি ব্যয় ও উপকারের সম্ভাবনা আগামীতে তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করার আমাদের মানস রহিল।

—

বোম্বাইয়ে বারিষ্টারের ফিস সংক্রান্ত একটি মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি বারিষ্টার ব্রাউনিংকে ৫০০ শত টাকা আগোয়া দেন। তাহার সঙ্গে কথা থাকে যে, মোহো নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহার মক্কেলের মকর্দ্দমার সোয়াল জবাব করিবেন। মকর্দ্দমার দিন ব্রাউনিং সাহেব তাঁহার মক্কেলকে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ দেন যে, তিনি মকর্দ্দমায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। মক্কেল মকর্দ্দমায় হারিয়া যান ও কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া বারিষ্টারের নিকট তাহার প্রদত্ত ৫০০ টাকা ফেরত চান। বারিষ্টার টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃত হন। মক্কেল স্মল কজ কোর্টে নালিশ করেন। ব্রাউনিং সাহেব হাজির হইয়া বলেন যে, বারিষ্টারদের এ রূপ স্বত্ব আছে যে, মকর্দ্দমায় উপস্থিত হইব বলিয়া টাকা লইয়া যদি মকর্দ্দমায় না উপস্থিত হন তাহা হইলে তাহারা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য নন। স্মল কজ কোর্টের জজ এই অভিনব যুক্তি শুনিয়া অবাক হইলেন। কিন্তু বারিষ্টার তাহার পক্ষে এত নজির ও আইন কানন দেখাইলেন যে, কজ কোর্টের জজ মকর্দ্দমা ননসুট করিতে বাধ্য হইলেন। বারিষ্টারদের সম্বন্ধে যদি এরূপ নিয়ম থাকে যে, তাহারা টাকা লইবেন অথচ মকর্দ্দমায় উপস্থিত না হইলে তাহারা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য নন তাহা হইলে ইহা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তত মঙ্গল। এ রূপ নিয়ম আছে জানিতে পারিলে অনেক মক্কেল হয় ত বারিষ্টারদের আগোয়া টাকা দিবেন না, সুতরাং বারিষ্টারদের ও বিশেষ স্বার্থ যে, ইহা রহিত হইয়া যায়।

—

নিম্নোক্ত ছাত্রেরা অনায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্য।

দেবেন্দ্র নাথ রায়	পাটনা কলেজ
অবিনাস চন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সী কালেজ
গোবিন্দ চরণ	পাটনা কলেজ
রঘুনাথ দাস	প্রেসিডেন্সী কলেজ
হরিশ চন্দ্র কর	প্রেসিডেন্সী কলেজ
স্মল ড্যাবিড	বেনারস কলেজ

তৃতীয় শ্রেণী।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ।

সংস্কৃত।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস সংস্কৃত কলেজ।
কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

কালিধন মুখোপাধ্যায় ঐ

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY FEBRUARY, 24, 1876.

There was a meeting held at the premises of the Campbell Medical School to found an asylum for the 'blind and incurible' Every thing was settled except the question of funds. The object is no doubt a laudable one, but where is the money to come from? We would advise the citizens to take one project at a time.

——o o ——

The farce of Jagadananda has been condemned by some of the papers as obscene and disrespectful to the Prince. As we never saw the piece, we cannot pronounce any opinion upon it. If obscene, the farce ought to be suppressed at once. But it cannot be disloyal, for the Prince is only made to play the part of a hero. But we must condemn the piece on general grounds. However we may condemn the action of Babu Jagadananda, he was deluded into it from an error of judgment, and it is cruel and we should say mean to persecute him further.

——ooo——

The Savage Nagas are drawing public notice. They inhabit the hills on the east of the districts of Sibsagore and Lukhipore and live partly on imperfect agriculture and partly on the spontaneous produce of their hills. They are generally of a low stature, dirty, and paint their limbs and faces like the Britons of old. They are, however, naturally peaceful like every other people of India, but cruel, vindictive and blood-thirsty when provoked. They carry on trade with the subjects of the British Government and the value of which is about thirty thousand Rupees. But it is believed that their hills cover inexhaustible mines of precious and useful metals, and our Government, which has a pardonable weakness of being a little covetous, thought that it might as well make a search and see the capabilities of the hills. The idea was catching and could be practically carried out with the greatest ease. There was no settled boundary and the Government began to encroach upon the hills. Captain Butler and Lieutenant Holcombe were placed in charge of the survey party, and their progress in their territory was naturally looked upon with suspicion by the barbarians. But their fiercest passions were aroused by the fire and sword policy of Captain Butler, who, burnt down villages, plundered their cattle, and killed the inhabitants during his progress in surveying.

The [illegible] of the Nagas fell upon poor Holcombe and he and his party were surprised and cruelly murdered. The expedition that was sent to avenge the murder and humble the Nagas cost about a lac, but it really effected nothing. Villages were plundered and burnt and the inhabitants were massacred, but those who were actually engaged in the murder had escaped by flying to the distant and inaccessible hills. About half a dozen poor and mean-looking fellows were presented to the people of Debrughar as the King and the chief nobility of the Naga country, but it confidently believed that they were innocent of the murder of Holcombe. That the expedition had effected nothing was proved by the murder of Captain Butler a few months after the chastisement of the Nagas. Then Mr. Hind, Extra Assistant Commissioner of Joypur was despatched with all possible haste to join the survey, and the same misfortune awaited him—he was severely wounded.

——ooo——

The opposition presented to the new municipal bill by the English Press, the European tradesmen and the existing Justices is determined, and somewhat alarming. But whence comes this strange feeling? Is it from love for the rate-payers? If it be from love, this feeling must be very deep and ——sudden. We were not aware before that the Anglo-Indians loved the native rate-payers so much. On the contrary we knew, and it was admitted that the Anglo-Indians loved the money and not the interests of the rate-payers; that it has been the creed of Anglo-India that the black must pay for the comforts of the white. But what angel made such a sudden and powerful revolution in their minds? The English Press have never advocated the interests of native rate-payers, and it cannot be expected that they would forsake the claims of their own countrymen or those of aliens. How it is that the English Press should suddenly change their tone and policy and shew such deep concern for the welfare of the natives? They must shew adequate reason before we can trust them. Their interests clash with ours in this respect, and there is no way of reconcilement. We must pay for their comforts. Our interest is not to pay, theirs to extort as much as possible from us. Their interest is to rule supreme, ours to aim a blow at that power. So we can never be friends, it is simply impossible. Under such circumstances, if they come to persuade us to believe, that they are our friends; that theirs and ours is a common cause; that they really feel for us; and it is for us alone that they are so very indignant against the measure, first of all whether they have any motive to serve by assuming the garb of a friend?

They are either our friends or foes in disguise They have always opposed our interests and now we cannot accept them as friends without the strongest proof. If foes in the garb of a friend, they want simply to delude us into a co-operation to serve their present purpose and to laugh at us hereafter for our stupidity. The *Englishman* has taken a determined stand, and now it talks in the name of the rate-payers. But about 10 days ago it frankly admitted that this change in the constitution would eventually transfer the power into the hands of the natives and *he was opposed to the principle on that ground alone.* As for the Anglo-Indians, the fact is that not more than 14 of them have a chance of being elected and 14 in a body of 72 is but a small minority. After this, need we wonder why there should be so much clamour against the bill in their ranks? They understand their interests at least as much as we do. They understand these matters better than we do; they can form a more precise estimate of the tendency of a measure than we can do; they are related to us, as a wolf is to a lamb. Take all these circumstances under your deep consideration and then think, when there is so much of weeping and gnashing of teeth in their ranks there must be something at the bottom. As for the existing justices we can sympathise with them. They are on the verge of extinction and they must make a final death-struggle. Their wails must be taken at what they are worth.

——ooo——

Vanity Fair says regarding the late case of Mr. Lee Warner, Under Secretary to the Government of Bombay:—"The rule of the British rough in India has not been affected advantageously by the visit of the Prince. A certain Mr. Lee Warner, who holds an official position in Bombay, while driving his dog-cart through the town found a native carriage in his way, and called out to the driver to move. The driver either could not, or, at any rate, did not move, upon which Mr. Lee-Warner struck him 'once or twice' with his whip. The driver appears to have taken his whipping submissively, but a Parsee sitting beside him very naturally returned the whipping, and at last there was a free fight, in which Mr. Lee-Warner got pretty well hustled. If this had occurred in the streets of London the original aggressor would have been severely handled, but in Bombay things are different, and the magistrate, Mr. Cooper, who had to decide upon the case, although he was constrained to declare that Mr. Lee-Warner 'acted wrongly in using his whip' *dismissed the summons against him,* and sentenced two of the natives to one months' imprisonment each, and a third to four month's imprisonment—all three with hard labour. This is the sort of thing that will lose us India."

This is an every day occurence in India. In the Patna College case, the first assailant, a European, was let off and lots of people punished, boys, teachers and the Librarian. It was admitted that the European gave the first blow but the magistrate held that it was merely a shove. Indeed this "shove" question like the vexed "shoe" question ought to be settled by the Government. In day before yestarday's morning papers, we see that a sarkar in the employ of an Armenian merchant brought a charge of assault against the chief officer of the B. S. *Bertram Rigby.* Witnesses were called on both sides, but the magistrate believed the evidence adduced by the defendant, which was that a simple shove had been given and so as a matter of course the case was dismissed by Mr. Magistrate Marsden. When according to this authority a shove is not an assault. We wish one had practically shewn the Magistrate what a shove is and tried his temper in that way. It is however a fact which experience has proved that a "shove" and a "bad spleen" have saved many a European from the prison and the gibbet.

——oo ——

THE MAJORITY ACT:—It gladdened the heart of Vizianagram when this Act of his was passed. But little did he know what he was about. It is said that he meant well, we dare say he did not mean ill, at least it is a doubtful question whether he meant anything at all. One thing however he meant and that is to signalize his name by an Act and that he has done. But the effect of the law upon the country has been disastrous—espicially in Bengal. If there is one law in India which is calculated to do unmixed evil it is this Act of a Hindoo Prince. The mischievous tendency of this Act was pointed out by us when the measure was first proposed, but it was so ambiguously worded that, to quote the language of the Nadia Pandits who gave their opinion upon this Act, it served to throw dust in the eyes of the people. Even benighted Behar was moved and the first memorial on this subject came from that Province. This memorial was speedily followed by one from the North-west, and we have another from Bombay. Nothing has been as yet done in the matter in Bengal but we are glad to learn that people are stirring in the matter.

The gentleman who clothed the principles of the measure in English language is very clever indeed ... it, that the eighteenth year was fixed as the age of majority. Neither was the belief shaken by the perusal of the Act, but yet by a sleight of hand as it were the age was raised to 21 "for those people for whom obligations have any meaning." The memorialists justly describe that though professing not to interfere with the religious rites and usages of the people, the Act in fact is directly opposed to the religious interests of both Hindoos and Mahomedans. The teachings of the Hindu and Mahomedan law are clearly opposed to the principles of the Vizianagram Act. Narada says: "A person who has not completed his 8th year is considered as an embryo. He is termed a *bala* or *poganda* until he attains his 16th year. And after that he is a major and is responsible for legal rights and liabilities without the intervention of his parents." The question being put to the Nadia Pandits whether the age of majority as recorded in the Indian Majority Act, 1875—*i. e.* the completion of 21 years—is in accordance with Hindoo Shastras or whether it affects religion or not, they gave it their *vyavosta* that "it is clear" after quoting several texts, "that the 15th or 16th year according to the different opinions is the age of majority. But as in this law it is enacted that *the* age extends beyond the said period—21st year—so it is not in accordance with the Hindu law. As it hinders our religious rites so it must affect our religion. According to the Hindu Shastras a minor no sooner attains or completes his 16th year than he is a major. A major is entitled to perform his religious rites. The performance of religious rites requires expenditure of money. The expenditure of money of a minor requires the sanction of Government and therefore he is not an independent and so he can not perform those religions rites"

"Though in para b of Section 11 of the said law it is expressly written that "nothing herein contained shall affect religion or religious rites" it only throws dust to the eyes of Her Majesty's subjects of India—so to speak—it is ineffectual. As the performance of religious duties requires expenditure of money. The money of a minor is under the disposal of the Government. He is not independent and therefore it is impossible for him to perform such necessary rites as the celebration of funeral rite at Gaya (*Gaya Sraddha*) to celebrate occasional funeral (*Naimitick Sraddha*) and to perform such optional rites as the consecration of ponds, endowments, Tulapurasha Mahadana largesses &c. So this act is a hinderance to the performance of his religious duties.

"As a minor is confined in the Court of Wards as a prisoner till the age of 21st year so it is impossible for him to propagate a son up to that date.

"The minor released from the Court of Wards at the completion of 21st year tries to propagate son. It is generally the case in this country that a man dies before he completes his 42nd year—the year when his son attains his age of majority, consequently the estate again falls under the Court of Wards. Hence this law in this manner affects Her Majesty's Indian subjects.

"He who has attained his majority must try to propagate son' as Mitakshara says on Prayaschitta adhyaya, Page 25. 'A Brahmin is entiteled to clear off three debts for his first appearance in this world. Those three debts are:—first due to the Rishis or sages; 2nd due to the Gods: 3rd and the last due to father The first is cleared off by his study of the Vedas; the 2nd is cleared off by sacrifice to the Gods; and the 3rd is cleared off by propagation of a son. As no one can propagate a son by his mere birth; so the Taittiaria sruti affirms, 'that one who is not married is not entitled to pay sacrifices to the Gods; so a Brahmin being entitled to pay sacrifices must do the same.'

"The youth must study Vedas after being invested with the sacred thread;———one married must propagate son.' By this it is affirmed that a major must propagate a son. Hence this act is a hinderance to the necessary duty of propagation of son."

The Moulavees of Calcutta and Patna are equally strong on this point. In their Futwa they state: "The same doctrine, as to both man and woman attaining to puberty after 15 years, is laid down in the *Wekaya*; the *Nekaya*, the *Fasool amadi, the Doorul mookhtar* the *Ruddul Mooktar*, and other authorities. Hence it is clearly wrong and contrary to the Mahomedan Law to fix the age of majority after the completion of 21 years; for it is opposed to the approved doctrine and to the opinion of the four *Imams*, and is no-where to be found in the books on jurisprudence." To the question whether any injury is caused to the Mussalmans in a religious point of view they say it does as such an act amounts to preventing him from religious observances of a pecuniary nature, such as pilgrimage, payment of *Zakat* and *Fitra* (*i. e.* Poor's-rate) sacrifices, offerings, and other charities and acts of piety which it is impossible to do unless one has possession of, and control over, his properties. The reasonings and reports thereof are fully set out in the book on *Fekah* (*i e.* jurisprudence,) *Hudeeis* (*i. e.* Prophet's sayings,) and *Tufsir i. e.* commentaries of the Koran)

Such is the tendency of the law from a religious and social point of view. Then comes the question what was the necessity for such a law. The inhabitants of India did very well without this Act. The Hindoo and Mahomedan ...

ere was no crying want felt, there was no chance the subversion of society, for it is on that ground ne that a foreign Government has a right to gislate on social matters. We are always very nsitive as to our social rights, customs and usages d we do not choose any foreign Government to terfere with them. If Government were allowed interfere in these matters, it would cause a orough revolution in our society and rend asunder ties which bind individuals into nations. It is extreme cases that the Government has the ght to interfere, cases which if not promptly oticed, would cause the subversion of society or me such national evil. Where in this case was e necessity for this interference with our social stoms? Even admitting for argument's sake that e Act is harmless in its tendency, Government d very wrong in setting at nought the national ws on this subject. The necssity was nowhere but the vanity of Vizianagram. He wanted to frame Act and Government thoughtlessly allowed him frame a short one, confident that it would not ll in any way either beneficially or injuriously upon e nation. But now that Vizianagram is satisfied d the nation dissatisfied it is worth while to tisfy the nation by vetoing the Act.

But the Act is not harmless in its tendency. art from religious consideration, its effect upon society will prove disastrous. Why should an an be incarcerated because he happens to be essed of property? And in fact it is now being e. In this country the intellect is precotiously developed. Here we have a family system unknown n any other part of the world. Here society of ts own accord takes charge of poor and helpless orphans, and though we have no poor laws here, yet death by starvation is utterly unknown. Yet Government cannot trust a young man of 20 with the management of his own property. He is kept in confinement till the completion of the age of 21, n age when Pitt was considered quite competent to manage the affairs of the English nation. Under the Indian Marriage Act, a Native Christian can contract marriage without the consent of his parents, but he cannot take charge of his property before 21! He is drilled and disciplined and utterly broken down before he is let loose, when he finds all his generous sentiments extinguished. Whoever expected any good from a Ward who has passed through such a state of bondage? There are exceptions no doubt, but it is because the Wards were uncommonly blessed with a powerful mind. But the majority weep and pine away under the discipline and try all in their power to rend asunder the cruel bond which ties them to an institution they hate with the bitterest hatred. How often have mothers wept to take their grown up sons home that they might manage their property!

On the completion of the prescribed age they are set at liberty quite a donkey. They no doubt learn a smattering of English and to ride and shoot; but nevertheless an accomplished ward is generally a first class donkey, fond of ardent drink and beaf steaks, and utterly ignorant of his own legitimate business. They contract vices which it would be impossible for them to do in their own villages. They go home quite ignorant of the distinction between a *patta* and *kabuliat* and plunge in pleasures as if in revenge of the ill-treatment they had previously received from human kind. While they are taught to ride and shoot, their zemindaries are managed under the control of the magistrates generally by dismissed indigo planters and Government servants on enormously high pay. The poor magistrate since the time of Sir Gearge Campbell has found out that greatness has its inconvenience, and the enjoyment of power has its draw-backs. He is broken down with work and has barely time to look through the papers of estates under the management of Wards.

Then the order of Sir George Campbell, and since confirmed by Sir Richard Temple to spend away all the revenues of the wards, that on their attaining majority, they might find nothing in their hands to spend. This curious order has been literally enforced and some of the wards ruined. The alleged object of this policy is, to deter the wards from want of funds on coming of age from taking to pleasures. This missionary spirit of Government is quite consoling and assuring. But the object might be better served in another way. It is by keeping them in confinement for ever or at least not allowing them to enjoy their property at all. The people of India are poor and there are very few rich men amongst them. We want the wealth of rich men to develop the resources, material and otherwise, of the country. But the majority Act coupled with the orders of the Bengal Government is a bar to the creation of a wealthy aristocracy in the country. The people of India are not a long-lived race espicially the higher classes. This is an admitted fact. Now then, we have very few rich men and these men are notoriously short-lived. What would be the consequence under these circumstances if the age of majority be raised to 21? It is a common saying amongst us, that nothing gives the Government a greater pleasure than to have the charge of a State under a minor. So we have here again the same desire to increase the number of minor Zemindars. If the Act is allowed its full force for a of dozen of years more the probability is, that the vast majority of direct management of the Government. Such is the dangerous tendency of the Act. We hope our countrymen will stir themselves and submit a strong protest. Bengal has greater cause of complaint than any other Province. Here the land is permanently settled, and the Campbellian rule is in force.

—ooo—

THE CENSUS.—The first census of Britain was taken in the first year of the present century—1801. The first census taken in India was that of Delhi in the year 1831 by a private individual. But in 1871-72 the first approach was made to the taking of a general census for the whole of India at a given date. Enumerations of the people had already been made in the North-West Provinces in 1853 in 1865, in Oude in 1869, in the Punjub in 1855 and 1868, in the Hydrabad Assigned districts in 1867, and in the Central Provinces in 1866; while in Madras quinquennial returns have been prepared since 1851-52 by the officers of the Revenue Department, giving with more or less accuracy the numbers of the people in each district, and in British Burmah also a tolerably correct census is made each year for the purpose of the capitation tax. Nor was the Government supposed to be without some means of forming an estimate of the numbers under its rule in Bengal, in Bombay, or the minor Provinces, though in Bengal at least the estimate has been found to have been utterly wrong. The census of 1871 was, however, an attempt to obtain for the whole of India statistics of the age, caste, religion, occupation, edueation, and infirmities of the population. We do not know how far to place reliance on this census, but taking it to be correct the whole population of British India would stand thus:—

PROVINCES.	Area in square miles.	Population.
Ajmere	2,661	316,032
Berar	17,334	2,231,565
Coorg	2,000	168,312
Mysore	27,077	5,055,412
Bengal	157,598	60,467,724
Assam	53,856	4,132,019
North-West Provinces ...	81,403	30,781,204
Oude	23,992	11,220,232
Punjab	101,829	17,611,498
Central Provinces	84,963	8,201,519
British Burma	88,556	2,747,148
Mabras	138,318	31,281,177
Bombay	124,462	16,349,206
Total	904,049	190,563,048

The density of population throughout the whole of India, Native and British, averages 165 to the square mile or, if the districts under direct British administration alone be considered, there are 211 persons to each square mile on the average. Taking those under British rule, the density is:—

In Oude	468	In Berar	129
„ Bengal	397	„ Ajmere	119
„ North-West Provinces	378	„ Assam (excluding uncensused hill country)	99
„ Madras	226	„ Central Provinces	97
„ Mysore	187	„ Coorg	84
„ Punjab	173	„ British Burma ...	31
„ Bombay	131		

It may be interesting to compare this table with the figures below, showing the density in certain European countries:—

	Ppulation per square mile.		Population per square mile.
Belgium	447	Switzerland	175
England	422	Ireland	169
England and Wales	390	Bavaria	167
Saxony	377	Austria-Hungary ...	158
Netherlands ...	291	France	150
Great Britain and Ireland	265	Denmark	11[illegible]
Italy	237	Scotland	10[illegible]
German Empire ...	193	Portugal	108
Prussia	180	Spain	90
		Greece	73

As a rule, the districts of India are much larger than English counties, and there are no less than 132 districts with a larger area than the West Reading, which is the largest English county and division. Yet though the space over which the calculation is spread is so much greater, a density of 500 to the square mile throughout a district is not at all unusual in Northern India. Of the forty-three districts in Bengal, seventeen come up to that standard:—

	Square miles.	Average population.
Hooghly (with Howrah) ...	1,424	1,045
24-Pergunnahs (with Calcutta)	2,796	951
Sarun	2,654	778
Patna	2,101	742
Tirhoot	6,343	691
Fureedpore	1,469	677
Dacca	2,897	640
Rungpore	3,476	619
Pubna	1,966	616
Rajshahye	2,234	587
Tipperah	2,655	578
Burdwan	3,523	577
Jessore	3,658	567
Nuddea	3,421	530
Moorshedabad	2,578	525
Beerhoom	1,344	518
Midnapore	5,082	500

In the North-West Provinces the districts are much smaller than in Bengal, but larger than most English counties. Thirteen out of the 35 come up to the before mentioned standard of dense popu-

	Square miles.	Average population.
Benares	996	797
Jounpore	1,556	659
Ghazepore	2,168	621
Azimgurh	2,565	597
Agra	1,908	575
Shahjehanpore	1,723	551
Muttra	1,612	551
Allygurh	1,964	547
Meerut	2,360	541
Bustee	2,789	528
Furruckabad	1,745	527
Allahabad	2,747	508
Bareilly	2,982	505

The excessive density of population in the valley of the Ganges and the neighbouring districts may be illustrated in the following manner. Taking the three Provinces of Bengal, Oude and the North-West, (with the exception of the outlying districts of the Chittagong Hill Tracts, Cooch Behar and Kumaon on the north, and the Sunderbans, Chota Nagpore and Jhansi on the South) we have an area of 201,581 square miles, and population of 96,788,049 giving an average of 480 to the square mile; that is to say, over a country larger than Spain and little less than France there is an average population exceeding that of Belgium by more than 7 per cent; and that of England by nearly 14 per cent; those being the two most densely populated countries in Europe.

The density is, moreover, not due to a great concourse of inhabitants in large cities, seeing that there is a very general spreading of the people over the country as will appear from the following comparision. The total population of England and Wales is about $22\frac{3}{4}$ millions, of whom $9\frac{1}{2}$ millions (or 42 per cent.) live in towns with upwards of 20,000 inhabitants, leaving $13\frac{1}{4}$ millions (or 58 per cent.) for the villages and country. In the census of India the urban population is taken to comprise those living in towns of 5,000 (not 20,000) or upwards; yet even with this great extension of the term, there are little above 3 millions (or 5 per cent.) of the people in Bengal who can be said to live in towns, about the same number (3 millions, or ten per cent. of the total population) in the North-West Provinces, and less than 800,000 (or 7 per cent.) in Oude. The average for this part of the country is therefore about 7 per cent. of the urban and 93 of rural population.

In Oude 7 of the 12 districts have a density exceeding 500:—

	Square miles	Average population
Lucknow	1,392	697
Barrbunkee	1,348	649
Fyzabad	2,332	616
Sultanpore	1,570	[illegible]
Roy Bareilly	1,350	[illegible]
Pertabgurh	1,724	[illegible]
Oonao	1,349	[illegible]

When, however, we quit the villages watered by the great rivers, the Brahamapootra, Ganges and Jumna, the Gogra and the Goomtee, we find a much more sparsely populated territory. Out of the 32 districts of the Punjab, there are only three in which the average of 500 is exceeded. Nor is the case different when we turn to the territories of the South and West of Bengal. In the Central Provinces the most populous district, Nagpore, has only 19 to the square mile, the average of the whole Province being 97; that is to say, over a territory exceeding the total area of England and Wales by about one half, the population is not on the average denser than that of Westmareland, the least thickly peopled of English counties.

Setting aside the 27 square miles which constitute the city and suberbs of Madras, the Presidency of that name has only one district coming up to the standard of 500 to the square mile, namely, Tanjore, in which there is in average of 540 persons throughout its area of 3,654 square miles. The next in order is Malabar with 377, and the average of the Presidency is 226. Its size is nearly $2\frac{1}{2}$ times as great as that of England and Wales.

In Bombay also, of which the area is rather less than that of Madras, there is, besides the island containing the capital, only one district coming up to the above assumed standard of excessive population, namely, Kaira, which cotains 1,561 square miles, with an average of 501 persons. In Sind the population is very sparse, the average of its five districts being respectively 88,80,47,30, and [illegible] to the square mile. In Mysore there is no district with more than 284 to the square mile, and in Coorg none with more than 164; the two together are just half the size of England and Wales. British Burmah, which is three times as large as the united areas of Mysore and Coorg, is still less thickly populated, the densest district having 115, while there are one with 7, and two with only 6 to the square mile.

Now turning to Bengal, we find we are upwards of 60 millions strong, or the Bengalee language is spoken by upwards of 50 millions of people. The density of our population is more excessive than that of Russia where there are ten in every square mile, than France where there are 150 in every square mile, than Austria where there are 158 per square mile, than the German Empire where there are 193 in every square mile, and the United Kingdom and Ireland where there are 265 in every square mile. In Bengal we have 397 per square mile. We are thus far stronger in numbers than the five great powers of Europe. Is not this a glo-

which we ought to be proud? Numerically considered, we are indeed the greatest nation in the world. But what are we in fact? Let us see. The world knows us not, cares not for us and will not miss us were we to perish from the face of the earth. We live upon the whims and caprices of our rulers and if it ever enters into their head to abandon us, our death-knell will be sounded the day they depart from the land. Our rulers at least most of them, despise us, many of our rights are trampled down, insults are heaped upon us on various pretences, and yet the sole aim of our existence appears to be to please the powers that be. To us the vastness of our numbers has given us no satisfaction; on the country, it has pained us to think that the fairest portion of the earth should be peopled by a race of men whose life-long business is to breed *keranees* and *Hookah* smokers.

SCRAPS AND COMMENTS.

The celebrated cess-player, Paul Morphy, has gone mad. A Paris writer gives the following biographical sketch of the unfortunate gentleman :—

After describing his youth, the writer says that only last year Morphy played a match with an Englishman for £1,000, the Englishman to pay the telegraphic expenses, which amounted to £600. Morphy won. We are then informed that Paul Morphy never encountered but one serious rival, to wit, the Gaikwar of Baroda, recently deposed, who one day beat the famous American champion. The pair played on a chessboard of gold and silver, and the pieces were of precious stones. After the game the winner gave Paul Morphy the chessboard and chessmen, and many other costly presents. Morphy, however, felt his defeat so acutely that he at once left India, refusing to accept a challenge from the wealthy ruler of Mysore. Amongst the other adversaries of Morphy, were the Prince of Wales, Prince Bismarck, the President of the United States, and other notabilities. The sums gained by Mr. Morphy, we are assured, amounted to £4,000, and yet he did not like playing for money. One day, it appears, a great Florentine lord proposed to play Morphy a match on these conditions : Morphy was to put down 30,000 dollars, and the Italian a property to which was attached the title of Count. As Morphy, being an American, cared little for a title, he refused.

The chronicler winds up by saying that Morphy is to be brought to France to be treated by the specialists of Paris.

The London correspondent of a contemporary refers to a very sad instance of the manner in which wealth oftentimes takes to itself wings and leaves its former possessor stranded and wrecked :—

"Death has also carried off this week another victim, whose end was painfully sad, in the person of Sir Sills John Gibbons, who, about five years ago, was Lord Mayor of London. During his term of office Sir Sills John Gibbous kept up in a splendid way the traditional hospitality of the Mansion House, and he was, at the close of his term of office, created a baronet. Last year, however, heavy reverses in busiuess overtook him : he was made a bankrupt, and only in the beginning of this week I learned that his poverty was so great that the City Company to which he belonged had made him an allowance of £100 a year in order to keep him out of the workhouse! Poor man ! he has not needed the annuity long, for yesterday he died at Hastings, simply heart-broken by the pecuniary reverses which he had experienced. To fall in five short years from the position of Lord Mayor of London to that of a penniless man is indeed a stroke of fortune so severe that, happily, but few (if any) Lord Mayors of London before Sir Sills John Gibbons have been called upon to experience it ! Whether Sir Sills John Gibbons left a son I know not, but if he did, I fear that his baronetcy will only be a trouble to him !"

Some of our prodigal rich men might derive a wholesome lesson from the above.

Perhaps the most remarkable of the new street characters which have become family to Londoners is, says a London paper, the Californian 'Professor of Arithmetic.'

"He may fairly be regarded as the king of street traders. Selecting the end of a street abutting on some large, but comparatively quiet, thoroughfare, such as the Pentonville-road, he drives up, about a couple of hours before dusk, in a handsomely appointed open brougham, driven by a negro servant in blue livery, with gold-laced hat and top-boots, in accordance with transatlantic fashion. He is accompanied by a lady somewhat elegantly attired, who plays with a large poodle dog which occupies a seat besides the driver. Our professor, who is an intelligent-looking man, apparently about forty years of age, and attired in a tweed tourist suit, commences his proceedings by opening a small travelling bag, with plated fittings, and producing therefrom a small American flag, which he ties to the top of his driver's whip, which is thus made to answer the purpose of an extempore flag-staff. Of course, this speedily attracts a crowd, who gaze with mingled perplexity and interest as the professor, having hoisted the stars and stripes, returns to his bag, from which he next produces sundry mysterious-looking pieces of wood, which, being fitted together, forms a large-seized easel, which the professor places against the driver's seat. The curiosity of the spectators is now awakened to the highest pitch, but the professor does not hurry his movements of this account. With great deliberation he produces what seems to be a large folding chess-board, but which, when opened, forms a black drawing board. This he places on the easel. Then removing his hat, and taking a piece of chalk in his hand, he announces that he has discovered a wonderful system of caloulation, whereby a student might learn more in a few hours than in as many years by the ordinary method. The professor is a fluent speaker, despite the many Yankee idioms which flavour his discourse, and it is wonderful how he contrives to gain the interest of his hearers in what is regarded as one of the dullest possible subjects. He dilates on the many advantages arising from a knowledge of figures, maintaining that an ignorance of arithmetic is one of the principal causes of low wages, and illustrating his arguments with numerous anecdotes, which seem to be much relished by his hearers. He then, with the assistance of chalk diagrams on the blackboard, describes his system for learning arithmetic in a few hours, and offers for sale a number of handbooks containing a full account of his method. Although the price of these handbooks is one shilling each, they find a

quisite sum. The system advocated by the professor is ingenious, if not novel. It is a kind of short hand arithmetic, and very useful in its way, as a rough-and ready mode of calculation. But the most singular feature of the whole affair is the evident popularity of the professor. After he has related one of his anecdotes, for instance, that of a poor ragged lad, who, by means of his knowledge of figures, was enabled to work his way up to a position of comparative independence, there is observable a disposition to give a loud cheer."

But the professor never detains his auditory too long. When he has sold about two or three score of his shilling books, he bids his hearers farewell, takes down the easel, restores the American flag to its place in his travelling bag, and drives away in the direction of his home.

The London Correspondent of the *Times of India* writes :—

There has been a curious case before the Supreme Court of Judicature this week, which involves the interesting question of the personality of the Devil. The Rev. Flavel Cook refused to admit a certain Mr. Jenkins to the Sacrament on the ground that he had "depraved the Book of Common Prayer." Mr. Jenkins considered that Mr. Cook had no right thus to excommunicate him, and appealed to the law. The court below (I don't mean the infernal regions) gave its decision against Mr. Jenkins, who thereupon appealed to a higher court, whose decision is yet in abeyance. It seems that the worst that can be alleged against Mr. Jenkins is that he denies the personality of the Devil or the doctrine of eternal punishment. If all who are of the like opinion among the members of the Church of England were to be excommunicated, she would lose about half her lay children, and a fifty, I should say, of her ministers. It is very curious to hear all the bearings on the subject discussed by the counsel on both sides, and I should not wonder if the result of the trial were to unsettle the faith of a good many who have hitherto believed firmly in a personal devil. Dr. Deane, the leading counsel for Mr. Jenkins, spoke very euphemistically of the Prince of Darkness as "the individual usually associated with that places" and there was a general disposition to treat His Satanic Majesty with studied and distant politeness. We have been so long accustomed to what, discarding Dr. Deane's euphemisms, I must call a personal devil, that we should miss him, I think, if the highest judicial authorities in the kingdom declared his personality to be a myth."

A familiar figure would be lost to literature at any rate.

A correspondent of the *Statesman*, evidently a man of position, writes the following narrative of two cases which occured within his experience :—

I was spending an evening then in the summer of 1847, with Dr. G, —who was at that time Secretary to the College of Physicians, if I remember rightly, in Hanover Square. Our conversation turned upon supposed supernatural appearances, and the Doctor expressed his utter disbelief in them. "I will tell you, however," he said, "a curious circumstance that happened in my own house, and which you, I suppose, would regard as satisfactory evidence of the reality of these phenomena. Some years ago, I was living in—street, and was engaged in general practice. The surgery was, as usual, on the ground-floor, and faced the street, and the outer door stood open. You passed through a folding door of green baize to reach the surgery, and a small oval glass window in the folding door looked into the street. One fine summer evening my wife and I were as usual in the sitting-room behind the surgery, and my assistant was standing in the hall looking through the folding door into the street. It was broad day-light, when the poor young fellow rushed into the sitting-room as pale as death, and falling upon the sofa exclaimed 'Dr. G,—pray note the time, my brother is drowned.' I saw that he was greatly agitated, and to calm him did as he desired, when he presently told us that as he stood watching the passers-by in the street through the door, his brother, who was on his voyage to India, entered the hall dripping and drowned, with the face of a dead man, and walked up to the door. I regard these phenomena, myself, as simple coincidences, but I was curious to know whether the brother really was drowned or not, and I noted down the date and the time ; and making allowance for the difference of longitude, it is the fact that the poor young fellow saw this apparition at the very hour when his brother was drowned off the Cape of Good Hope."

To myself, the theory of "coincidences" commonly introduced to explain these phenomena is eminently unsatisfactory, and to say what I really think, absurd. I will now relate a somewhat similar case. Some years ago, a home partner of one of the leading mercantile firms of this city, was one of my friends, and we lived together, We were both married, and on terms of the closost intimacy. My friend is still living, but his wife is dead. She had married very young, and was left a widow, I think, at 18. And there are some living in Calcutta now, who would probably remember all the parties, if I felt at liberty to mention their names. Her first husband was a Captain of one of the—steamers, the—that was lost off the coast of Spain about the year 1845, and I well remember her telling me, that she knew her widowhood the night her husband was drowned. The whole scene of the wreck, and of her husband's death, was before her the night of the occurrence with the most awful distinctness, and she knew that she was a widow from that moment. Days passed before the news of the wreck reached her home in Scotland, where she was living, but she had nothing to learn from it. She had seen it all as it occurred. She was an exemplary woman in all the relationships of life, and to doubt her truthfulness would have entered no man's mind who knew her she had been dead but three or four years, and there are many in India who knew her well, and a few perhaps who have heard this same story from her lips."

The following wonderful story we take from the *Lucknow Witness* :—

"In one of the mountainous towns in the north-western part of Connecticut, there lived some time since, an aged couple who, had seen some eighty years of earthly pilgrimage, and who, in their declining days, enjoyed the care of a son and daughter who resided with them at their home.

In process of time the son became sick, and drew nigh the gate of death. The doctor pronounced him incurable, saying that one lung was consumed, and that he could live but a short time.

The fear of her brother's death, and the thoughts of being left alone to bear the responsibility of the aged parents' care, burdened the sisters' heart exceedingly, and led her to cry mightily to the Lord to interpose for his recovery, and spare him still to them ; and her importunate supplications ascended to God, until the answer came to her heart as a sacred whisper "—I have heard thy cry, and have come down to deliver thee."

abundantly able to perform, and that he will fulfil his word, though heaven and earth shall pass away. But her faith was destined to be tried, and on the very day after she had obtained the assurance of her brother's recovery, in came some one saying. "The doctor says S—can live but a little time." For an instant these words were like a dagger to the sister's heart, but she still held fast her confidence, and replied :—" If *men* cannot cure him, the *Lord* can."

From that moment the brother began to amend. On the next day, when the physician came, he looked at him, commenced examining his symptoms, and exclaimed with astonishment :

"What have you been doing? You are evidently better, and I don't know but you will get up, after all."

His recovery was so rapid, that in two weeks' time he was out about his customary duties on the farm ; and that in weather so damp and foggy that it would have kept some stronger men in doors."

But he was well : the prayer of faith was answered, and it had saved the sick.

The Eastern question is likely to be still further complicated by a disagreeable incident that has occurred in Thessely :—

The dressing-gown of the Russian consular agent at Larissa has been torn to shreds by an infuriated soldiery. It seems, by a letter from Volo, dated December 24, that the consular agent, Hadji Lazzaro, had occasion to send his servant a short distance from the house. The man was attacked by several solders, who beat him severely and even followed him home. His master, hearing the disturbance, rushed out in his dressing-gown to ascertain its cause, when the soldiers turned on him and rent the garment so severely that by latest advices there was little or no hope of its repair. A complaint was at once made to the authorities, but the soldiers denied any knowledge of the manner in which the dressing-gown was injured, and no redress could be obtained. Hadji Lazzaro has now referred the case to the consul-general at Janina, and here the matter rests for the present. Altogether, things seem to be in an uncomfortable condition in Thessaly. Robberies are of almost daily occurrence and the other day quite a painful impression was created by the discovery of a quantity of goods in the possession of the gendarmes in the Serai, at Volo, which had been stolen from a shop at a neighbouring village, burglariously entered a few evenings before. The assistant at the light-house, also, instead of attending to his duties has been breaking into a baker's shop at Volo, and has carried off a box containing about 3,000 piastres.

In the meantime, Olympus and Pelion are covered with snow, diphtheria has made its appearance, and there is a perfect stagnation of business.

Mystery is a very delightful element in a three volume novel ; but in the matter of food—particularly animal food—one's appetite does not insist upon it : It is pleasant to know that the method now employed with apparent success to bring fresh meat from New York to Liverpool, is not, as heretofore supposed, a "trade secret." A traveller who crossed the Atlantic last winter in the steamer on which the first experiment was made writes as follows :—

A New York business man, interested in the company, and entrusted with the management of this first venture, was one of the passengers. He not only made no 'trade secret' of the enterprise he was engaged in, but took those of his fellow-passengers who seemed interested in the subject (myself among them) to the part of the steamer where the refrigerator was placed, opening the door and explaining every point, in principle and practical working, as clearly as possible. The principle is extremely simple, and it involves no chemical processes or applications of any kind. To keep fresh meat sound and sweet during the ten or twelve days needed to cross the ocean, it is necessary merely to keep it dry and cool, without freezing it. This was the entire problem before the inventor, and he has solved it by purely mechanical means. The meat being in one part of the refrigerator and the ice in another, a fan, worked day and night by a small engine, keeps a constant stream of air passing over the meat and the ice alternately. This is the whole process, and there is no 'secret' back of it. Of course the air from the ice keeps the meat cool, but not as low as the freezing point. If, in passing through the meat-chamber, the air takes up the slightest moisture this is necessarily condensed into water as soon as it reaches the ice again, and it flows away in runways at the bottom of the ice-chamber when collected in sufficient quantity."

The Prince is said to have killed his first tiger in Jyepore—a real, wild unsophisticated Stripes. The correspondent of the *Bombay Gazette* sends the following particulars about the event :—

"It was a bright clear day, parrots in gorgeous plumage were darting from tree to tree and chattering with their uumeloquious leathery tongues ; amatory squirrels were chasing each other beneath the bushes of the prickly cactus, or running swiftly up the guarled barks of neem and mango trees ; the umbrageous roads were thronged by buffaloes dragging two-wheeled carts or coolies hugging themselves in their mantles as they strutted along, thinking, like Alnaschar, only of visions of pice and wealth, all unmindful of the shouts of the handsome Rajpoot sowars riding behind them and threatening to overwhelm them beneath the feet of their prancing steeds ;—on such a morning, about eleven of the clock, a party of horsemen, mounted on proud and curvetting steeds, might have been seen by the observant traveller quitting the Residency and proceeding at an easy trot towards the mountains of Jellana. He might also have noticed that the customos of the cheerful company, who passed among them gleams of humour and shafts of wit as they sped along, betokened that they were bent on some important though merry errand. He might have noticed one remarkable figure, surmounted by a sun topee, riding a little in advance of the group and to whom the remainder of the company evidently paid considerable deference. In short, he might have noticed, if he took the trouble to use his eyes and spectacles aright, that the Prince of Wales, the Maharaja of Jeypore, Lord Alfred Paget, the Earl of Aylesford, Major Bradford, Colonel Beynon and Purtab Sing, the Maharaja's brother-in-law, were all going out on a hunting expedition, and if he had the function of a Highland seer, the gift of second-sight, he might have known that the end of the Jellana tiger was approaching fast, when its death at the hands of a Royal sportsman would atone for its grave misdeeds in venery and cattle lifting. The shooting party skirted the Ghaut, a beautiful gorge which forms one of the passes out of Jeypore, and reached the *rendezvous* about midday. Before they arrived, the tiger had changed his lair, and the beaters could not find him, although they knew that he was somewhere near. Major Bradford, who had charge for some time of the Jeypore Residency a few years ago, and who lost an arm through being "mauled" by a tiger, accompanied the beaters

the noise of their sticks. The Prince, accompanied by the Maharaja, Lord Alfred Paget, the Earl of Aylesford, and Colonel Beynon went to the top of the hill to await the result of the beat. Suddenly something was seen moving among the boulders and bushes on the hillside. Was it is tiger? Yes—no—yes, by Jove! A magnificent tigress—coming straight up the hill, too—right in the teeth of the enemy! The beaters closed in two lines around the tigress, and unable to break either to the right or the left, she continued going onwards and upwards. When she came within sixty yards, the Prince dropped on his knee and took a long and deliberate aim at the still approaching apparition. He pulled the trigger, fired, and whiz went the express bullet. You all know—for of course all your readers are great sportsmen—the moment of intense excitement that lies between the firing of your first shot at a tiger and the moment o the discovery of the result. Well, when the blue puff of smoke cleared away, the Prince had the intense satisfaction of finding that he had hit the tiger in the flank, and that the brute with a roar of surprise and pain had tumbled over on its side just as a rabbit is knocked over with small shot. However, the tigress soon recovered herself, and got up, and as she turned to rush down an adjoining ravine the Prince gave her another shot as a parting gift, which also took effect, and extracted one more roar from the wounded fury. A cry was then raised for elephants wherewith to follow her. "A hatti! a hatti! my kingdom for a hatti!" was the royal cry. An elephant was soon forthcoming, and the Prince and Purtab Singh mounted it and proceeded towards the ravine, while Colonel Beynon, Lord Alfred Paget, the Earl of Aylesford, and Captain Gough followed eagerly on foot. When they had got half way down the hill, the tigress was seen about 100 yards off, lying under a bush. She looked as if she were dead; but when the Prince fired his third shot at her, she rose and rushed up-hill at a considerable pace, notwithstanding the evident serious nature of her wounds. Just as she was disappearing over the crest, the Prince fired his fourth shot, which again knocked her over, and she was evidently tremendously hard hit this time. She crawled away among some bushes, and there was some doubt felt as to where she had gone. The Prince advanced upon the elephant, followed by Dr. Fayrer upon a second elephant. The search continued for twenty minutes, but without any trace of the whereabouts of the tigress being discovered. Colonel Beynon then called forward a number of coolies and beaters, who advanced and threw stones in the direction where she had been seen to disappear. Still she did not stir. At last one of the coolies spied her stretched under a cactus bush and went up to her and threw stones; but when it was found that she did not stir, all the beaters advanced together, and it was then found that she was as dead as any door-nail you may choose to mention. Mr. Sidney Hall now advanced boldly to the front, and with his pencil finished her again—but this time in a sketch; after which the Maharaja rushed forward to Colonel Beynon, who was standing near the Prince, who was contemplating his noble quarry, and shook hands with him with great enthusiasm, saying in Hindostanee that he was much obliged to him for getting such excellent sport for the Prince. The old Chief was evidently much excited with joy, and the Prince turned round and thanked him cordially for giving him the opportunity of killing his first tiger—and such a magnificient creature, too! The Maharaja put his hands together and said simply, "What can I say? I am unable to say anything; but here is the gun that I have carried with me during this happy day, and I hope your Royal Highness will accept it. It is a Rajpoot custom." The Prince smiled, took the profered rifle, shook hands with the Maharaja; and then everybody marched down the hill delighted with the result of the labours of the day. The ill-fated tigress was hoisted on an elephant's back, and carried to the Residency in a sort of triumph in which the Prince was the laurelled hero. In the Residency the discovery was made that the tigress was with young; and when the mother was lying on the ground being photographed by Mr. Scherner—the photographist attached to the Prince's retinue—three little tigers in a full-state of development, though unfortunately not alive, were photographed at the same time—an interesting group. It was thus that the Prince of Wales killed four tigers all together."

Saul slew his thousands, and David his tens of thousands; but it is doubtful, whether any of these heroes ever managed to kill four tigers at one time. But is the correspondent sure that it was neither a stuffed tiger nor a tame one let loose by some cunning fellow for the occasion? Many must remember the canards about the Duke of Edinburgh and his tiger; how somebody or other let loose a caged tiger and hedged it in within a patch of Jungle where it cou d be easily got at; how the beaters pretended to be excited about the ferocious animal, and let the Duke shoot it like a rabbit; and how when all was over, the hunters chorus of rejoicing had begun the suggestive and painful discovery was made that somebody had forgotten to take the rope of seritude off the tiger's neck before it was released.

A London Correspondent writes:

"We are to have a new lion next season, or rather I should say a lion and lioness, in the shape of Mr. and Mrs. Dorrence Atwater. Mr. Dorrence Atwater is has been till lately, United States Consul for the Society Islands, and in October last took to wife the Princess Mostia, a chieftainess of royal blood. She is a most accomplished lady, speaks French and English fluently, and is an admirable pianiste, having taken lessons from Thalberg during her stay in San Francisco. Moreover, she is enormously rich, and is proprietress in her own right of three entire islands. One of her brothers will accompany her—a splendid specimen of the South Sea Islander—six feet two and broadchested in proportion. Handsome enough to pick up an English heiress and take her back with him to Tahite. These two interesting aborigines are not, however, pure bred—their father was an English Peer, named Salmon, who went to Tahite some years ago to practice as lawyer and realized a fortune. In his professional capacity he settled a little difficulty between Princess Mostia and Queen Pomare, and the former bestowed her hand upon him in return for his successful advocacy. The daughter, Princess Mostia Atwater, is just sweet seventeen, lovely as a houri, graceful as a nymph—and—or should I say *but*—she has discarded the simple costume of the South Sea Islanders, something in the Lady Godiva style' and wears superb dresses in the European fashion. We are curious to see our new *lionne*, and some of us will lose our hearts I fear."

The English papers publish a shocking railway accedent:—

"The terrible collision on the Great Northern railway has resulted in the loss of 13 lives and serious injuries to many others. The Scotch express, due at King's cross at 8-10 p. m., while near Abbot's Ripton, a few miles below Huntingdon, ran into a train of coal trucks shortly after [illegible] hurt, but before there was time to [illegible] out the full extent of the injuries caused by the collision, the down express which left King's-cross at 5-30 p. m., ran into the heap of broken carriages which covered the line. The second collision caused utter confusion and the greatest loss of life. Assistance soon arrived, and the surgeons bound up the wounds of some of those least injured and despatched them to London by the train which was made up at Huntingdon, and brought up the passengers from the different stations who would have travelled by the express. By this train there returned to London Lord Colville and the Russian ambassador, both of whom were travelling by the down train and who, being in the hinder part of it, were so fortunate as to escape uninjured, with the exception of a severe shaking, Mr. Cleghorn, a director of the North Eastern railway, did not get off so easily.

A passenger who was in the up express train in a first-class carriage, second from the break, gives the following account:—"We felt a shock, and the train was very quickly upset, and the carriage I was in fell on the down line. Another and myself got on the top of the carriage. Two of my friends and two others got out unhurt. I helped two ladies from the carriage, I belive the same two that were killed by the other train. I helped my friend Benjamin Joliffe out, and he has since died. I then took the luggage up, and was walking off the line when I was knocked down by the express, which was coming the other way, and I felt myself under the engine, but I cannot say exactly how I came there. After that I found my friend under the engine. He was not dead then, but died in about 10 minutes. I helped some more passengers from the carriages. I could not find my hat. Five or 10 minutes elapsed between the first and second collision. The up-train was turned over on its right side. As soon as I felt the shock I went headlong. None of the people in my carriage were apparently hurt, and we all climbed out at the door that was uppermost I believe the coal train ran into us."

The *Times* publishes, from its Berlin correspondent, the translation of an important article which has recently appeared in the official *Invalide* on the military organisation of the Muscovite Empire. Unquestionably the intelligence thus conveyed would seem to Russophobists the confirmation of their worst fears. We will let the facts speak for themselves:—

We have," says the *Invalide*, speaking on behalf of the Russians people, "so to say, been gathering capital to be spent when opportunity arises." To put it somewhat differently, Russia has been expending capital that she may make use of the opportunity when it arrives, at a prodigious rate. Till the end of 1878, the Military Budget will remain stationary at 179,000,000 roubles, while last year alone the peace footing of the army is computed to have been increased by 50,000 men. The troops reinforced are for the most part the Cavalry and the Horse Artillery. These are to be maintained permanently on a war footing, and will be stationed along railway lines on the Western Provinces of the Empire ready for immediate action, The Cossacks of the Don, who at the time of the Crimean war were found nearly useless because they were undisciplined, and the regiments formed of them, were only enrolled a little while and then disbanded, are now permanently organised, and in the event of war will furnish sixty-two regiments and twenty-two horse batteries, while in peace their contingent will not be permitted to sink below twenty-one regiments and eight horse batteries. Steps are also being taken to improve the education of the officers, which has hitherto been very defective. "With,' says the *Invalide*, the increasing number of officers, their quality is steadily improving, But a very short time ago the great mass of Russian officers were, so to say, absolutely without education. Since the establishment of cadet schools matters have mended, and with the increase of these schools continue to mend. Last year we had 4,500 pupils in these schools, supported by Government; but as there were many volunteers, it has been found necessary to prepare for the reception of 5,000 pupils. This figure will give us from 2,500 to 3,000 officers a year." The reequipment of the Artillery, begun in 1869, has been fully carried out. The whole of the infantry on the war footing is armed with breach-loaders, and the rearmament of the fortresses is nearly complete. A new and better breech-loader is being introduced. Coming to actual numbers, we find that there are now 775,000 men in the Russian Army on its peace footing, and that the law of conscription, which is now in force, will have the effect of adding from 150,000 to 180,000 a year to the total. By way of reminder that this immense force and at so severe cost is not maintained for nothing, even in the present pacific period of Russian policy, the correspondent of the *Times* mentions that the Russian Empire has been enlarged in the reign of Alexander II. by 35,347 square miles. "That is an area more than three times as large as Germany, and nearly six times as large as the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

In addition to this, we must bear in mind that the Czar has ninety millions of subjects, and that the old spirit of Muscovite aggression is gaining ground every day.

Lord Lytton is giving some proof to the English public of the extraordinary capacity for severe and continuous work which he possesses:—

On Tuesday afternoon he went to Osborne to visit Her Majesty, returning late the next day, and despatching, doubtless, if it could be known, a mass of correspondence before he retired to rest. His days are unintermittently occupied with interviews and appointments at his hotel—Buckland's, in Brook-street at the India Office, and elsewhere. The ease which he displays in mastering complicated details is surprising, and the Indian officials of Whitehall, who know what India is, and what a Viceroy of India should be, have one and all expressed themselves very strongly in approbation of Mr. Disraeli's choice.

We notice that Casella, the instrument-maker, has introduced a "true north" compass, the invention of Mr. Symons.

The card is so marked, that it is possible to read the direction of the needle in the faintest light. As its name implies, the needle points to the true north, and not to the magnetic north, and although the compass must, in course of time, become useless, for the next thirty years it will be practically correct.

A marine engineer at Pola, in Austria, has constructed a gun on a new principle, by which the resistance of the atmosphere, instead of impending the shot, is applied to increase the rapidity of its course.

The new gun has been tested in one of the largest gun factories on the Continent, and is said to have produced as- upwards of 2000 feet, and was found to have increased after the shot had left the barrel. The accuracy of its fire was also remarkable, and is stated to have surpassed that of most rifled guns.

The projectile is made ot a combination of steel and lead.

It seems that the special correspondents of the *Graphic* and *Illustrated News* as well as Reuter's agent, are allowed to accompany the Prince's camp. A correspondent of the *Pioneer* gives the following particulars regarding the camp—

"It consists of about sixty tents; forty gentlemen (thirty belonging to the Prince's mess, and ten guests of Sir Henry Ramsay); seventy men (and the band) of the 3rd Goorkhas, under Captain Gregory; 25 sowars of the 11th Bengal Lancers, under Major Prinsep; 120 elephants, 200 camels, and perhaps a thousand servants, coolies, and hangers-on of sorts. We are not a small party, as you see; and yet every effort has been made to keep it down. The Prince alone has a relay of tents; everybody else one only. In enumerating our motley composition, I have omitted one of the most important constituents of all—the commissariat. I do not mean the Government department of that name, but Mr. Kellner's establishment, which is a small regiment and a large magazine in itself. Sir Henry Ramsay has a commissariat establishment (and an eminently effective one) of his own."

A Correspondent at Agra writes to the *Railway Service Gazette* the following account of a narrow escape of the Prince of Wales, of which we have heard nothing previously:—

"The Prince narrowly escaped being thrown down a dangerous khud on his journey to Gwalior. The carriage was drawn by four Artillery horses, the leaders shied at something and swerved, and were dragging the carriage to the edge of the khud, and in a few minutes more horses, carriage, and riders would have been rolled over. The Artilleryman who rode one of the shaft horses, with great presence of mind, dug his spurs into his horse's side, and, by sheer strength of arm, turned the horse's head in the right direction; the impetus was so great, that the two fractions leaders were literally dragged away from the direction of the khud, and the hind wheels of the carriage just shaved the edge of it, and the inmates were saved. I understand that His Highness is fully aware of the danger he escaped, and he has shown his gratitude to the Artilleryman by a present, and there can be no doubt that the Commander-in-Chief will also, in some way or other, reward the man for his courage and cool presence of mind."

The following order has been passed by the Government of India:

"The Governor-General in Council is pleased to rule that unless in any case it may be specially ordered otherwise, a personal allowance to a public servant shall be diminished by any amount by which his salary may be increased, and shall cease when his salary is increased by an amount equal to his personal allowance."

THE RESIGNATION OF LORD NORTHBROOK.

TO THE EDITOR OF THE ENGLISHMAN,

Sir,—I send you an extract from a late issue of the London *Tablet* on the above subject, which seems interesting for many reasons. This paper, so far as it is not a semi-religious organ, is a strong Conservative in English politics. It could hardly fail to be so. All the wealthy and socially very influential Catholic peers, from the Duke of Norfolk to the lately-created Lord Gerard, whose tone it seeks to represent, are strongly Conservative. Few have better opportunities of knowing the arcana of politics, and it is probable that they are wordly-wise enough to occasionally give valuable information to their recognized newspaper organ. With this introduction, permit me to quote the passage in full. It occurs in a leading article, styled the "Pause in Politics," and runs thus:

"The resignation of Lord Northbrook and the appointment of Lord Lytton in his place, as Governor-General of India, is not in itself a very big event, but if looked at more closely it will be found to be fully worth the examination. No one will wish for a moment to deny Lord Northbrook the credit due to his great personal exertions during the famine. It was an important matter to have occurred under any Vice-royalty, and the expenditure upon this disaster, reported *to come nearer to ten millions sterling than to five* is another matter which will have its influence on India finances long after Lord Northbrook has retired from the scene of his Eastern policy. It is, in addition, widely rumoured that the waste attending, though not necessarily attending, this expenditure was something marvellous, that fortunes have been made rivalling the gains of Yankee Shoddymen, and that all that is wanting is an investigation to bring out facts such as might be expected to make even the Imperial Parliament more attentive to Indian affairs. Doubtless a man, in the position of Lord Northbrook or Lord Lytton, can do little during four years or during two, to mend the management of Indian finances. Just as was said of the temporary rule of Irish Lord Lieutenants, it is a matter of course that, no matter who is the Governor-General it is "the Robinsons and the Jenkinsons" who govern India. There are local cliques in each of the Presidencies, and old Indians will tell you exactly who it is that will be able to get you this, and who is certain to keep that for somebody else. We know what Ireland was under "the Robinsons and the Jenkinsons" nor is their reign by any means ended now. India is a vastly greater, a vastly more distant, and vastly less known Ireland, and so the Indian "Robinsons and Jenkinsons" have a glorious time of it. After all, if substantial wants be scarce, there is plenty, to be considered and executed, if people are only willing to prefer the useful to the *melodramatic*."

The guarded manner of expression at the beginning gives much more force to the whole. The writer does not wish to make the statement fully, although his informant probably told him that the Home Government is quite aware that the only event in the Viceroy's reign, which the *Times* found itself able to praise, was a far more unfortunate business than anything at Baroda or Hydrabad. Every one must regret the position Lord Northbrook has been placed in, unable to defend himself, and forced to bear the punishment of others' sins.

Few Englishmen, who will take the trouble to appreciate duly the transport arrangements of the famine, will find fault with the hit at the "planters who pocketed the loot." The allusion to the Indian cliques is unfair, though, probably, unintentionally so. The gentlemen who may be described as the Bengal clique were certainly not faminists, although they must now share the blame of as[illegible] in cloaking the events of 1874.

Printed and published by C. N. Roy, No. 2,

ইতিহাস।

তৃতীয় শ্রেণী।

রেবতী মোহন গুহ	ঢাকা কলেজ

অঙ্ক।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

নন্দকৃষ্ণ বসু	প্রেসীডেন্সী কালেজ
নীলকণ্ঠ সরকার	ঐ

পদার্থ বিদ্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

সতীশ চন্দ্র রায়	প্রেসীডেন্সী কালেজ
হরিদাস চট্টপাধ্যায়	ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

অভয়া চরণ মিত্র	প্রেসীডেন্সী কালেজ
রাজ কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	ঐ

নিম্নোক্ত ছাত্রেরা এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিপীন বিহারি দাস	প্রেসীডেন্সী কালেজ
সুরেন্দ্র লাল মতিলাল,	ফ্রিচাচ ইনেষ্টিটিউশন
গুরু চন্দ্র মিত্র	প্রেসীডেন্সী কালেজ
মুন্সিলাল	দিল্লি কালেজ
কেদার নাথ রায়	ঢাকা কালেজ
কালি কুমার সেন	প্রেসিডেন্সী কালেজ
শ্রীরাম	ক্যানিং কালেজ

বিজ্ঞাপন

আরব্য উপন্যাস।

প্রতিমূর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস অর্থাৎ পারস্যাধিপতির একাধিক সহস্র রজনীর উপন্যাস শ্রবণ নামক পুস্তক খানি অতি বৃহদাকারে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত স্থানে মুল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন। মূল্য ২॥০। ভাল বান্ধাই ৩ টাকা এবং ডাক মাশুল ॥০ আনা।

জেনারল লাইব্রেরি
১১৫ নং চিতপুর রোড
কলিকাতা
} শ্রীবেণী মাধব ভট্টাচার্য্য

হাইকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ জন গণকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পচাত্তর সালের ৫৬৩ নম্বরের যে মকদ্দমায় নিলমণি মল্লিক বাদী এবং কৃষ্ণ লাল ধর মারচ্যাণ্ট প্রতিবাদী এবং যে মকদ্দমায় ১৩৭০৷৶ এক হাজার তিন শত টাকা নয় আনা এবং ইহা ব্যতীত ট্যাক্স খরচা ২২৪৷৶ দুই শত চব্বিশ টাকা সাত আনা ও সেরিফের ফী ও পোণ্ড পরিবর্ত্তনের খরচ ইত্যাদি আছে।

এই মোকদ্দমার বিষয়ে সুব বাঙ্গলার অন্তর্গত ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের অধীনস্থ হাইকোর্ট নামক প্রধানতম বিচারালয়ের অর্ডিনারি ওরিজিমেল মিডিল জুরিসডিক্সন নামক আদিম দেওয়ানী বিভাগ হইতে সন ১৮৭৬ সালের বিগত ১২ জানওয়ারী তারিখে যে ডিক্রী আপত্তি চূড়ান্ত অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে সেই অনুমতির ক্ষমতানুসারে মহানগর কলিকাতার সেরিফ মহাশয় আগামী ২রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় নিম্ন লিখিত সম্পত্তি হাইকোর্ট নামক ভবনে তাঁহার কার্য্যালয়ে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামের দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

সহর কলিকাতার অন্তপাতি ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটস্থিত ১৪ নম্বরের দোতালা গৃহ সমুদয়ে উপরোক্ত কৃষ্ণলাল ধরের সে স্বত্ব, সম্পর্ক ও লাভ আছে।

বিক্রয়ের নিয়ম ন্যান্য বিবরণ সেরিফের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

J. B. Bullen Smith
Sheriff
জে, আর, বুলেন-স্মিথ।
সেরিফ।

কলিকাতা,
২৭এ জানওয়ারী,
১৮৭৬।

গবর্ণমেণ্ট আদেশ।

আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রেট সাহেব পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

লর্ড ইউলিক ব্রাউন রাজসাহী বিভাগের কমিশনার পদে নিযুক্ত হইলেন।

বকলাণ্ড সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস ককরেল সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার পদে নিযুক্ত হইলেন।

পিকক সাহেব ঢাকার কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল করিম ঢাকা হইতে ফরিদপুরে বদলি হইলেন।

ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর হইতে ত্রিপুরায় বদলি হইলেন।

ডিঃ মাঃ মৌলবী মাহামুদ ঢাকা হইতে ফরিদপুর বদলি হইলেন।

ডিঃ মাঃ বাবু যদুনাথ চৌধুরী বাখরগঞ্জ হইতে ঢাকায় বদলি হইলেন।

ডিঃ মাঃ রেলি সাহেব কুচবেহার রাজার জমিদারির ম্যানেজর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিঃ মাঃ হামটন সাহেব মুঙ্গের জেলার জামুয়া মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেব সাহাবাদে বদলি হইলেন।

বারিষ্টার কেলবি সাহেব লিগালরিমেম্ব্রন্সার পদে নিযুক্ত হইলেন।

সেক্রেটরি রেনলড সাহেব এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিলেন।

টটনহম সাহেব মেদিনীপুরের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রাম শঙ্কর সেন বাঙ্গলার লেজিসেলেটিব কাউন্সেলের সভ্য হইলেন।

মৌলবী মীর মাহামুদ আলি বাঙ্গলার লেজিসেলিটিব কাউন্সেলের সভ্য হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেমস সাহেব চট্টগ্রামের পর্ব্বত মহলে নিযুক্ত হইলেন।

বারটলসেন সাহেব দ্বিতীয় আজ্ঞা পর্য্যন্ত নওয়াখালিতে পোলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

উড্র সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

থোয়েট সাহেবের প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি হইলেন। লং সাহেবের দ্বিতীয় এবং গ্যারেট সাহেবের তৃতীয় শ্রেণীতে পদ উন্নতি হইল।

প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রফেসর প্যারি সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

ডাক্তার লরি মেডিকেল কালেজের ফিসিওলজির প্রফেসর হইলেন।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুর্ব্ব বিভাগের ইনেস্পেক্টর হইলেন।

ডাক্তার গেয়ার মেডিকাল কলেজের সরজরির প্রোফেসর এবং হসপিতালের প্রথম সরজন পদে নিযুক্ত হইলেন।

লক্ষ্মীপুরের ইনেস্পেক্টর বাবু গুরু প্রসাদ দাস কিছু দিনের নিমত্ত লক্ষ্মীপুরের পোলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল কিছু দিনের নিমিত্ত মোদনীপুরের দ্বিতীয় সবরডিনেট ও স্মল কজ কোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সংবাদ।

—মরিচ সাহেব নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার একটী বীরত্বের কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গত শনিবারে এক খানি জাহাজ হইতে একটী বালক জলে পতিত হয়। স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মরিচ সাহেব নিমিষ মধ্যে জলে ঝম্প প্রদান করেন এবং বালকটীকে জীবিত অবস্থায় জাহাজে উত্তোলন করেন। এ রূপ সমুদায় কার্য্য যাহারা করেন তাহারা প্রকৃত দেবানুগৃহীত ব্যক্তি।

—ক্যাম্বেল মেডিকাল কালেজের রজনী কান্ত নামক একটী ছাত্র আত্ম হত্যা করিয়াছে। বালকটী তাহার খুড়ার নিকট কয়েক খানি পুস্তক খরিদ করিবার নিমিত্ত টাকা চাহে। খুড়া ইহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই নিমিত্ত সে মনে এ রূপ বেদনা পায় যে বিষ পান দ্বারা জীবন নষ্ট করে। সে এক খানি পত্র লিখিয়া যায়। তাহাতে লেখা থাকে যে, সে স্বয়ং আপনার জীবন নষ্ট করিয়াছে, অতএব পুলিসে যেন ইহা লইয়া গোলমাল না করে। কিন্তু পুলিশ দস্তুর মত লাস চালান দেয় এবং করোনারের নিকট মৃত্যুর অনুসন্ধান হয়।

—যে সপ্তাহ গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৮০ জন লোকের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তৎ পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে ৬৯ জন লোকের বেশী মৃত্যু হয়। ইহাদিগের এক জন বসন্ত রোগে, ৩৪ জন ওলাউঠায়, ৪১ জন আমাসায় এবং ৯৭ জন জ্বর রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন জন ইউরোপীয়, ৯ জন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, এক জন নেটিব খৃষ্টান, ১৯৪ জন হিন্দু ও ৭৩ জন মুসলমান।

—চিলিতে কিছু দিন হইল একটী মেলা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এক জন স্ত্রীলোক একটি নূতন পদার্থ প্রদর্শন করেন। মনুষ্যের চুল দ্বারা তিনি একটী অপূর্ব্ব টুপি প্রস্তুত করেন। তাহার দুটী কন্যার মস্তক হইতে তিনি চুল গ্রহণ করেন।

—চিনেরা এক রূপ উত্তম বার্ণিস প্রস্তুত করে। উহা কোন জিনিসের উপর লেপন করিলে বৃষ্টি ও বায়ুতে জিনিস নষ্টহইতে পারে না। বার্ণিস এই রূপে প্রস্তুত হয়। চারি ভাগ তাজা রক্ত ঐ পরিমাণ উত্তম গুড়া চুনের সহিত বিশেষ সতর্কের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে এবং তৎপর উহাতে কিঞ্চিৎ ফটকরী দিতে হইবে। এই রূপে যে বার্ণিস হইবে উহা তিন কি চারি বার জিনিসের উপর লেপন করিলে প্রায় টীনের ন্যায় শক্ত হইবে।

—শুনা যাইতেছে যে, বোম্বাইয়ের দাস ভাই ফ্রামজি এবং নানা মোরোজি সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। বাঙ্গলায় কেবল বাবু দিগম্বর মিত্র এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

—টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন যে, লর্ড নর্থব্রুকের নূতন উপাধি 'আল বেরিং' নামে অভিহিত হইবে। লর্ড নর্থব্রুক বেরিং বংশোদ্ভুত, এই নিমিত্ত তিনি ইচ্ছা করিয়া বেরিং শব্দটী রাখিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ৫ই এপ্রেলে কলিকাতা হইতে টেনাসারিম জাহাজে বিলাত যাত্রা করিবেন।

—প্রাণী বাটিকাটি (জুওলজিকাল গার্ডেন) কবে খোলা হইবে ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকে উৎসুক হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম যাবৎ বাটিকার প্রবেশিকা সিংদরজা সমাপ্ত না হইবে তাবৎ উহা সাধারণের নিমিত্ত খোলা হইবে না। তবে মেম্বরগণ তাহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া এখন গার্ডেনটি দেখিতে পারেন

—মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহার সম্মানার্থে ১৭টি তোপ পড়ে।

—বোম্বাইয়ে দুই জন স্ত্রীলোকে মল্ল যুদ্ধ করে। ইহাদের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। ক্রমে ইহাদের যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করে। এমন কি এক জনের প্রায় প্রাণ লইয়া টানা টানি হয়। অবশেষে পুলিশ আসিয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত করে। ইহাদের যুদ্ধ দেখিয়া অনেক পালওয়ান পুরুষ অবাক হইয়া ছিল।

—ইংলিশম্যান বলেন যে, আমাদের নূতন গবর্ণর লর্ড লিটন আগামী ১০ই কি ১৩ই এপ্রেলের পুর্ব্বে কলিকাতায় পেঁছিতেছেন না।

—ভাওলের রাজা কালী নারায়ণ রায় বাহাদুরকে দেওয়ানী আদালতে হাজির হওয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

—আমরা দিল্লি গেজেট হইতে নিম্নস্থ সম্বাদটি গ্রহণ করিলাম। কোন এক জন দেশীয় স্বাধীন রাজার সঙ্গে এক জন পলিটিকেল এজেন্টের সৌহৃদাতা হয়। তিনি মধ্যে২ রাজার নিকট যত ইচ্ছা টাকা কর্জ্জ লইতেন। পরে পলিটিকেল এজেন্ট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করার উদ্যোগ করিলে রাজা তাঁহার নিকট টাকা চাহিলেন। তিনি তাহার কোন উত্তর দিলেন না এবং মধ্য হইতে রাজার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা নির্জ্জনে বসিয়া আপনার ক্ষতির নিমিত্ত কেবল দুঃখ প্রকাশ বই আর কি করেন, কিন্তু সাহেবের নিকট টাকা চাওয়ায় তিনি ভারি বিরক্ত হইয়াছেন। অপর শুদ্ধ টাকা না দিয়া তাহার রাগ ক্ষান্ত হইল না, তিনি রাজাকে কিসে জব্দ করিবেন এক্ষণ তাহার ফিকির ঠাওরাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যত দিন এই রূপ কর্ম্মচারীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া না দিবেন, তত দিন প্রজার গবর্ণমেণ্টের উপর অচলা আস্থা হইবে না।

—আমেরিকার এক জন পণ্ডিত ডেসার নামক মন্দীর হইতে এক খণ্ড ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা উহার পরীক্ষা করিয়া আদিম কালীয় যীহুদিদিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। বাইবেলে যেরূপ তৃণ, নাইলের মৃত্তিকা এবং বালুকা প্রভৃতি দ্বারা য়িহুদিদিগের ইষ্টকময় এমারত প্রস্তুতির কথা লিখিত হইয়াছে, উহাতে সেই সমুদয় উপকরণ লক্ষিত হইতেছে। তিনি ইষ্টক পরীক্ষা দ্বারা পুর্ব্বকালীয় য়িহুদিদিগের আচার, ব্যবহার, ভাষা, ভুগোল প্রভৃতি অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

—আজ কাল ইংরেজেরা প্রকৃত নবাব হইয়া উঠিতেছেন। সেকালের নবাবেরা শুনা যাইত একটী বেগুন কিনিতে দশ টাকার কম ব্যয় করিতেন না, একটী বাড়ী করিতে হইলে লক্ষ২ টাকার শ্রাদ্ধ হইত। আজ কাল অনেক ইংরেজ এই রূপ নবাবী চালে চলিতেছেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের মারকুইস একটী গৃহের ছাদ করিতে দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পুর্ব্ব কালের ভারতবর্ষের রাজা রাজরাড়াও একটী ছাদের নিমিত্ত এত ব্যয় করিতেন কি না সন্দেহ।

—মিস গিলবার্ট নামক এক জন ইংরেজ কুমারী তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সহিত একাদিক্রমে কোর্টসিপ করেন। পরিশেষে বিবাহের কথা হয় কিন্তু বিবাহের দিন পুরুষটি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন। মিস গিলবার্ট এই নিমিত্ত আদালতের সাহায্য লইয়া হুরমত বাহার নালিশ করেন। আদালত তাহাকে এক শত পঞ্চাশ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

—হরিদ্বার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, তথায় একটী হস্তি ছুটিয়া আসিয়াছে। উহার পীঠের উপর এক খানি হাওদা এবং হাওদার মধ্যে দুটী বন্দুক ও একটী চোগা রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন কোন শীকারী সাহেব ব্যাঘ্র শীকার করিতে গিয়া ছিলেন এবং হয় ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে কি হস্তিটী ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহার সোয়ারকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

—হস্পিটালের নিমিত্ত কতক গুলি নার্স প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর লেডী ক্যানিং হোমে মাসে ২০০ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের কণ্ট্রাক্ট মেসারস্ ম্লোয়ার এণ্ড কোং গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগকে পাঁচ কোটী টাকা দিতে হইবে। যদি কোন দেশীয় এই কণ্ট্রাক্টটী লইতেন তাহা হইলে অন্ততঃ তিনি এক কোটী টাকা ঘরে আনিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় লোক কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইতে চান না, এবং তাহাদের দুর্দ্দশার কারণও এই।

—যে সকল চাঁদা দাতৃগণ এবং মেম্বরগণ জুওলজিকাল গার্ডেন অর্থাৎ প্রাণী বাটীকা দেখিতে যান তাহারা যেন টিকিট লইয়া যাইতে বিস্মৃত না হন। প্রাণীবাটিকাটি যেরূপ দ্রুত বেগে প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আমরা ভরসা করি যে, সত্বর উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

—গত এপ্রেল হইতে সেপ্‌টম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ২৫৮৪৬০৫০০ টাকা আয় এবং ২৯০৫০৬১৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তৎ পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ২৫৯৯৬১৩৫০ টাকা আয় ও ও ২৮৪৫০৮৫৩০ টাকা ব্যয় হয়।

—কান্দাহারের আর এক দল বণিক দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের পনর হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে। ইহারা কান্দাহার হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছিল এবং মোয়াডাগ নামক স্থানে ব্রাহুই নামক জাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

—সিমুলিয়ার বাবু রজনী কান্ত মিত্র লিখিয়াছেনঃ—"আপনি গত অমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরি সত্বর উঠিয়া যাইবে, আপনি এসংবাদ কোথা হইতে পাইলেন জানিতে বাসনা করি। আমার কোন বিশেষ আত্মীয় উক্ত লাইব্রেরিতে কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন যে উঠিয়া যাইবার কিম্বদন্তীর কোন মূল নাই কেবল কল্পনা মাত্র। এই প্রকার অমূলক জনরবের দ্বারা পুস্তকাগারের অনিষ্ট সাধন (যথা গ্রাহক বর্গ ত্যাগ ইত্যাদি) হইতে পারে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রতিবাদটী আগামী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।" আমরা এই সংবাদটী ইংলিশম্যান হইতে গ্রহণ করিয়া ছিলাম।

—আমেরিকার এক খানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্রাডলি নামক এক জন সাহেবের স্ত্রী একেবারে ৮টি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইহাদের তিনটি বালক ও ৫টি বালিকা। তাহারা সকলেই জীবিত আছে। তাহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র কিন্তু শরীর সুস্থ। উক্ত স্ত্রীলোকটির এই ছয় বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি চারিটি যমজ ও এই আটটি, একুনে ১২টি সন্তান প্রসব করিলেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির জন্ম কালে তাহার মাতা এক কালে তিনটি সন্তান প্রসব করেন, তাহার পিতা যমজ ও তাহার মাতাও যমজ হইয়া ছিলেন, এবং তাহার পিতামহী ৫ বারে দশটি সন্তান প্রসব করেন।

—তাভুইজো নামক স্থানে একটী হাতি কলে খাটীতে ছিল। হঠাৎ সে খেপিয়া উঠে। মামুদ গতিক মন্দ দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পলায়ন করে। হস্তি উন্মত্ত হইয়া ছুটে। একটী বাগানের নিকট গিয়া উহার বেষ্টনটী চূর্ণ করিয়া ফেলে। সেখান হইতে আবার ছুটীতে থাকে। সম্মুখে দুই বৎসরের একটী ছেলে পড়ে। তাহাকে শুড়ের বাড়ী ও দন্তের আঘাতে নষ্ট করে। বালকটির পিতা দৌড়িয়া পুত্রকে রক্ষা করিতে যাওয়ায় হস্তি তাহাকে আক্রমণ করে। দন্তের দ্বারা পিতাকে আঘাত করিতে যায়, সৌভাগ্যক্রমে দন্ত তাহার শরীরে না লাগিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার উরুদেশে হস্তির মস্তকাঘাত লাগায় তথাকার অস্থি চুর্ণ হইয়া যায়। ইতি মধ্যে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। তাহারা দুটী হাতির সাহায্যে উহাকে আবদ্ধ করে।

—কনেকটীকাটে একটী নূতন আইন প্রচলিত হইয়াছে। যদি কোন সুরা ব্যবসায়ী কোন মাতালের নিকট মদ বিক্রয় করে তবে তাহার এক শত টাকা জরিমানা দিতে কিম্বা দুই মাস কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কেহ মাতাল হইয়া কাহার ক্ষতি করে, তবে যে ব্যক্তির মদ খাইয়া সে মাতাল হইয়াছে তাহাকে উক্ত ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

—লণ্ডনের কোন রাস্তায় ১৮ বৎসরের একটি যুবতী স্ত্রী লোক মদ খাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহাকে পুলিশে লইয়া যাওয়া হয়। সে বলিল যে, এক জন স্ত্রী লোক মদ খাওয়াইয়া কোন পুরুষের নিকট তাহাকে রাখিয়া যায়। পুরুষটি তাহাকে অনেক খানি মদ খাওয়াইয়া দেয় ও তাহার পর কি হইয়াছে সে তাহা কিছু জানে না। যুবতী স্ত্রী লোকটিকে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে স্ত্রী লোকের বেশী স্বাধীনতা সেখানে প্রায় এই রূপ সকল শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।

—নিউইওয়ার্কের অন্তর্গত লক পোর্টের চেস কোম্পানি কতক গুলি দ্রব্য দ্বারা এক রূপ নূতন উৎকৃষ্ট জ্বালানি কাষ্টের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিন ভাগ পাথুরে কয়লা, দুই ভাগ কসযুক্ত ছাল, দুই ভাগ করাতের গুড়া, এক ভাগ কোন বৃক্ষ বা গুল্মাদির তরল রস, এক ভাগ আলকাতারা কিম্বা রজন ধুনা, এই সমুদায় একত্র করিতে হইবে। ধুপ কিম্বা দেয়াসলাই দ্বারা অতি সহজেই ইহা জ্বালা যায়।

—এক ব্যক্তি কোন ইংরেজী পত্রিকায় এইরূপ এক খানি পত্র লিখিয়াছেনঃ—"যখন আমি দেখিলাম যে, আর জাহাজ রক্ষা পায় না তখন কোটি দেশে একটি "লাইফ প্রিজারবার" বন্ধন করিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলাম। যেমন জলে পড়িলাম অমনি অনেকটা দূর তলিয়া গেলাম বটে, কিন্তু আবার ভাসিয়া উঠিলাম। যদিও লাইফ প্রিজারবার কোটি দেশে আবদ্ধ থাকিলে ডুবিয়া মরার ভয় নাই, কিন্তু উহা লইয়া সন্তরণ দেওয়া কঠিন। তখন ঘোর অন্ধকার, আমি যে দিকে তাকাইতে লাগিলাম সেই দিক নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। আমার সন্তরণ দিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দিকে যাওয়ার যো ছিল না। একটু পরে আমার এ রূপ শীত বোধ হইতে লাগিল যে, শরীর অবশ হইয়া গেল। তৎপর ঝড় ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও তরঙ্গ আসিয়া আমাকে অধিকতর বিরক্ত করিতে লাগিল। আমার অঙ্গ অবস হইয়া গেল। আমি ক্রমে দুর্ব্বল ও আশাশূন্য হইতে লাগিলাম। নৈরাশের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ হইতে রক্ষা পাইবারও চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তখন অনেক খানি জল আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ছিল। এমন সময় জাহাজোন্মুক্ত এক খানি তক্তা পাইলাম ও তখনই লাইফ প্রিজারবারটি ছিড়িয়া গেল। তক্তার উপর যে আরোহণ করি এরূপ শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও হইল না। বাঁচা মরা তখন আমার কাছে প্রায় সমান বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হইল যে, বাড়িতে সিন্দুকের ভিতর এক খানি দলিল আছে। এমন কি দলিল খানি যেন আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কাগজ খানা সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম এবং কাগজ খানা কি রূপ ও তাহার ছত্র গুলি, অক্ষর গুলি, আমার দস্তখৎ, এমন কি উহাতে যে কাটা কুটী ছিল তাহা পর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে লাগিলাম। তখন আমার স্মরণ হইল যে, আমি যে কার্য্যের জন্য যাইতে ছিলাম তাহা হয় নাই এবং বাঁচিতে ইচ্ছা হইল ও অমনি তক্তার উপর উঠিয়া বসিলাম। আমি যে মরি নাই, ও প্রাণে২ বাড়ি আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য।

—যাহারা গঙ্গার নৌকারোহণ করিয়া বেড়ান তাহারা সাবধান। ষ্টিমারের সংঘাতে আর এক খানি নৌকা সে দিবস মারা পড়িয়াছে। নৌকা খানি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে একটি লোকও মারা পড়ে নাই। ষ্টিমারের মাল্লারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নৌকার লোক গুলি বাঁচায়। ইতি মধ্যে মুচীখোলার নিকটেও আর এক খানি নৌকা মারা পড়ে। উহা বাঁশ ও জ্বালানি কাষ্ঠে বোঝাই ছিল। এই নৌকার মাল্লারা বাঁশ ধরিয়া অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকে। অবশেষে এক খানি চলতি নৌকার মাঝিরা তাহাদিগকে তুলিয়া লয়।

—ইংলিশম্যান পেনাঙ্গ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, বার্চ সাহেবের হত্যাকারীদের দুই জন ধৃত হইয়াছে। উহাদের নাম সোতাম ও গণ্ডা। সুলতান ইসমাল ও রাজা লিলা এখন পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে যেরূপ যত্নের সহিত অনুসন্ধান করা হইতেছে তাহাতে বোধ হয় ইহাদের কোন না কোন সময়ে ইংরেজদের হস্তগত হইবে।

—কলিকাতায় আমরা দুই আনা করিয়া বরফের সের ক্রয় করি, কিন্তু বোম্বাইয়ে উহা ছয় পয়সায় বিক্রয় হইতেছে।

—এবার কাবুলে ভয়ংকর শীত পড়িয়াছে। কাবুল হইতে পেশোয়ারে ছয় জন লোক আসিতে ছিল। শীতের প্রাদুর্ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পথি মধ্যে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

—ব্রিটিশ ব্রহ্ম দেশের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। গত বর্ষের শেষ তিন মাস তথায় আট খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার তিন খানি ব্রহ্ম, দুই খানি ইংরেজী ও এক খানি ব্রহ্ম ইংরেজী ভাষায় লিখিত।

—আসামের জুডিসিয়াল কমিসনার আগনু সাহেব দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত গমন করিতেছেন। গেডিস সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হইতেছেন। সিবিল সরবিসের মধ্যে গেডিস সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত লোক অতি কম আছেন, সুতরাং আসামবাসীদিগের সৌভাগ্য যে গেডিস সাহেব তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন।

—মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গমন করিবেন। মান্দ্রাজের গবর্ণরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন কি?

—১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংলিশম্যান নিম্ন লিখিত টেলিগ্রামটি প্রকাশ করেন। "যুবরাজ এবং তাঁহার দল বল মৃদু গতিতে নেপাল মুখে গমন করিতেছেন। ইহারা প্রত্যহ তাঁবু ফেলিতে২ যাইতেছেন। পথে অনেক গুলি হরিণ শীকার করা হয়, কেবল একটি মাত্র ব্যাঘ্র দেখা যায়। গত কল্য যুবরাজ একটি ভালুক গুলি করেন এবং লর্ড এলেসফোর্ড আর একটি ভল্লুক হত্যা করেন। সকলেই সুস্থ আছেন।"

—হার ক্রাপ নামক প্রসিদ্ধ কামান নির্ম্মাতা আর এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার ভারত্ব ১৫০ টন (২৮ মোনে এক টন) কিন্তু চোঙ্গের ছিদ্র ১৮॥ ইঞ্চ মাত্র। চোঙ্গটি দুই ভাগে বিভক্ত এবং কামানটি ইস্পাত দ্বারা প্রস্তুত।

—রেবিনিউ বোর্ড হইতে এক খানি সারকুলার অর্ডার এই মর্ম্মে বাহির হইয়াছে যে, আবগারীর উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিশেষ যত্ন দেখান তাঁহাদের বিষয় যেন বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিত হয়। পুলিশ সাহেবদের বাহাদুরী দেখাইবার আর একটি পথ বাহির হইল।

—দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন সম্বন্ধে টেম্পল সাহেব একটি পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ডিক্রী জারীর নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক জেলায় জজ সাহেবদের অধীনে এক একটি বিভাগ খুলিতে চান। এক জন উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারীর হস্তে এই বিভাগের ভার অর্পিত হইবে এবং যাহাতে শীঘ্র২ ডিক্রী জারি হয় তাহার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিবেন।

—ত্রিহুত রেলওয়ে কোন্ পথ দিয়া দরভাঙ্গা ও মজঃফরপুরে যাইবে তাহা সাব্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয় যে বাজিদপুর হইয়া দরভাঙ্গার রেলওয়ে যাইবে, এক্ষণ এই বন্দবস্তের কতক পরিবর্ত্তন হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, বাজিদপুরের তিন মাইল দূরে বোলান নদীর নিকট হইতে রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া সামাস্তিপুরে গণ্ডক নদী পার হইবে এবং তৎপর দারভাঙ্গার যাইবার পুরাতন রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইবে। সামাস্তিপুর হইতে মজঃফরপুরে একটি শাখা রেলওয়ে খোলা হইবে। এই রেলওয়ে লাইন খোলা হইলে উহার দৈর্ঘ্য বাজিদপুর হইতে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত ৫২ মাইল ও সামস্তিপুর হইতে দরভাঙ্গা পর্য্যন্ত ২২ মাইল হইবে।

—বাঙ্গালী মাত্রেই বাঁশ গাছ দেখিয়াছেন কিন্তু উহা কিরূপ দ্রুত বেগে বৃদ্ধি হয় তাহা বোধ হয় অনেকে না জানিতে পারেন। এদেশীয় বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত ইউরোপে "হট হাউস" নামক যে উষ্ণ গৃহ আছে সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বংশ বৃক্ষ এক ফুট বৃদ্ধি হয়। এদেশেও উহার বৃদ্ধি এক রূপ অদ্ভুত ব্যাপার। এক জাতীয় বাঁশ এক মাসে ২৫।০ ফিট উচ্চ হয়, আর এক জাতীয় ২৩ দিনে ১২ ফিট এবং আর এক জাতীয় এক মাসে ২০ হইতে ৭০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চতা লাভ করে। বাঁশ দিন অপেক্ষা রাত্রে বেশী বাড়ে। মধ্য ভারতবর্ষের লোকেরা বলে যে, ঝড় ও বিদ্যুত পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের কোঁড়া বাহির হয় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এটি সত্য। বাঁশের ফুল হইলে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ইহাও অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষে যত বার মন্বান্তর হইয়াছে তত বার বাঁশের ফুল হইয়াছে। এমন কি সে দিনকার দুর্ভিক্ষের সময়ও বোটানিকাল গার্ডেনে বিস্তর বাঁশ গাছে ফুল দেখা দিয়া ছিল।

—বারিষ্টার লিঙ্গাম সাহেব রাঙ্গুন স্মল কজ কোর্টের জজ হইলেন। লিঙ্গাম সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন গণ্য মান্য বারিষ্টার ছিলেন। ইনি হাজার টাকা বেতনের একটি চাকুরী গ্রহণ করায় প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের বারিষ্টারেরা কি রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

—কক্রেল সাহেব গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সেলের মেম্বর নিযুক্ত হওয়ার নিমিত্ত এই২ পরিবর্ত্তন হইলঃ—লর্ড ইউলিক ব্রাউন রাজসাহী ও কুচবেহার বিভাগে গমন করিলেন; বাকলাণ্ড সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার হইলেন; কক্রেল সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন, এবং পিকক সাহেব ঢাকা বিভাগেই থাকিলেন।

—ভূপালের বেগম জি,আই, পি রেলওয়ে কোম্পানির নামে ৬৪৬৫৫ টাকার দাবি দিয়া নালিশ করিয়াছেন। মকদ্দমা বোম্বাই হাইকোর্টে হইতেছে। বেগম অনেক গুলি মূল্যবান দ্রব্য উক্ত রেলওয়ে যোগে প্রেরণ করেন, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানি তাহা তাহাকে প্রত্যার্পণ করেন না। এই জিনিসের মূল্য ধরিয়া তিনি নালিশ করিয়াছেন।

—টেম্পল সাহেব সিবিল কোর্ট আমিনদিগের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাদের পরিবর্ত্তে তিনি অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত করিতে চাহেন। সিবিল কোর্ট আমিনদের হস্তে যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করা হয় এবং সচরাচর ইহারা যেরূপ অল্প বেতন পান্ তাহাতে ইহাদের দ্বারা সুশৃংখলা পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা হওয়া সুকঠিন, সুতরাং টেম্পল সাহেবের প্রস্তাবটি বিশেষ উপকারজনক বলিয়া বোধ হয়।

প্রেরিত।

চা-কর সাহেবদিগের অত্যাচার।

চট্টগ্রাম জিলান্তর্গত ফটীকছড়ি থানার এলাকাধীন জনৈক পল্লীগ্রামের কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের নিমিত্ত একটী জলায় বাঁধ বাঁধিয়াছিল। চা-কর সাহেবেরা দেখিলেন যে এই বাঁধ দ্বারা চা-ক্ষেত্রে জল আসিতে পারিতেছে না তাহাতে চা ক্ষেত্রের অশেষ বিধ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে তাহারা কৃষকদিগের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বন্দুক প্রভৃতি লইয়া বলপূর্ব্বক বাঁধ ভাঙ্গিবার নিমিত্ত তথায় গমন করেন। কিন্তু কৃষকেরা ইতি পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে বাঁধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিল। চা-কর সাহেবেরা তথায় যাইয়া বল পূর্ব্বক বাঁধ ভাঙ্গিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন, কৃষকেরা তাহাতে বাধা দেয়, অবশেষে চা-কর সাহেবেরা কৃষকদিগের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হস্তস্থিত বন্দুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছররা গুলি ভরিয়া কৃষকদিগকে গুলি করেন। কৃষকদিগের মধ্যে ৭ সাত জন মাত্র আহত হইয়াছিল আর অবশিষ্টেরা পালাইয়া গিয়া থানায় সংবাদ দেয়। এই সংবাদ শ্রবণে থানা হইতে দারোগা ও দুই জন হেড কনেষ্টবল ও কতিপয় কনেষ্টবল তথায় গিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে অত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছে। অত্রত্য সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরীর চিকিৎসা গুণে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

চা-কর সাহেবদিগকে পুলীশ অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই। ধৃত হইলে পশ্চাৎ বিচারে যাহা হয় মহাশয়কে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। চা-করদের দৌরাত্মে পল্লীগ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের দৌরাত্মে পল্লীগ্রামবাসীরা ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য ও হীন সাহসী হইয়া উঠিতেছে। প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রহার না করিলে ইহাদিগকে আর সমুচিত প্রতিফল দেওয়া যায় না। বাঙ্গালীরা আর কবে প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রহার করিতে শিখিবে? যে দিবস অবধি বাঙ্গালীরা প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রহার করিতে শিখিবে সেই দিবস হইতে ভারতের সুখ সূর্য্য উদয় হইবে।

বশম্বদ।
শ্রীমাণিক্য চন্দ্র দে

খুলনার স্কুল সব ইনস্পেক্টর।

ইতি মধ্যে বিভাগের স্কুল সমূহের ইনেস্পেক্টর সাহেব ও খুলনা বিভাগের স্কুল সব ইনেস্পেক্টর আনন্দ বাবু অত্রত্য ইং বাং ও সং বং বিদ্যালয়ের পরিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিতে আসিয়া ছিলেন। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণের পরীক্ষা বেস সন্তোষজনক হইয়া ছিল। এমন কি ২।১ বালক ব্যতীত সকলেই অঙ্ক; ইং অনুবাদ; ইং বাং শ্রুত লিখনে বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রোক্ত সবইনেস্পেক্টর বাবুর তৃপ্তিজনক না হইয়া বরং তাঁহার ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল ও তিনি কতক গুলিন অকিঞ্চিতকর বাক্য দ্বারা সাহেবকে উত্তেজিত করিবার যত্নাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ধীর স্বভাব সাহেব মহোদয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্কুলের হিসাব পুস্তকাদি সম্বন্ধে ২। ১টি সামান্য দোষোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। ক্ষণকাল পরে বস্তুতঃ হীন দশাপন্ন বঙ্গ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ বালকে স্লেট, পেন্সিল, পুস্তকাদি আনে নাই। সাহেব লিখিতে বলিলে সেক্রেটরী অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক বলিলেন যে, সাহেবের আগমনে ব্যস্ত হইয়া পুস্তকাদি আনিতে বিস্মৃত হইয়াছে। এ কি রূপ ব্যস্ততা? সব ইনেস্পেক্টর বাবু কৌশল ক্রমে অতি সংক্ষেপেই পরীক্ষা নির্ব্বাহ করাইলেন। সাহেব শিক্ষকদিগের বেতন প্রাপ্তি স্বীকার, এবং অন্যান্য হিসাবাদি চাহি-

সেক্রেটরী তাহা দিতে পারিলেন না। প্রত্যুৎপন্ন-মতী সব ইনেস্পেক্টর বাবু সাহেবের চক্ষে ধুলা দিয়া বলিলেন মহাশয়! এবার হইতে ইহার জোগাড় করিয়া রাখিবেন। কি দুঃখের বিষয়! যিনি ইং স্কুলের অণু মাত্র দোষ ভাল প্রমাণ করিয়া সাহেবকে উত্তেজিত করিবার যত্নবান হইয়া ছিলেন, তিনিই আবার বঙ্গ বিদ্যালয়ের সহস্র ২ দোষ গোপন করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না।

এই শুভকরী ইং বিদ্যালয়টীর উচ্ছেদ সাধন হইলে সবইনেস্পেক্টর বাবুর কি ইষ্ট লাভ হইবে আমরা জানিনা। ইনি এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহার এরূপ ব্যবহার কেন? মহাশয়! এই কাটী পাড়া একটী সামান্য পল্লীগ্রাম বটে কিন্তু ইহা অনেক গুলি জমিদার ও ধনাঢ্য লোকের আবাস ভূমি। এরূপ স্থানে একটী ইং বিদ্যালয় থাকা নিতান্ত প্রার্থনীয়; বিশেষতঃ ইং শিক্ষা আজ্ কাল্ সাধারণের সমধিক আদরণীয়। ইং শিক্ষার প্রাচুর্য্যে আমাদের অবস্থা যে দিন ২ উন্নত হইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এই উন্নতি যে বাঙ্গালী জাতির সাধারণ উন্নতির মূল তাহা বিস্মৃত হইয়া যিনি ইহার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যত হন তাহাকে শত ২ ধিক। আনন্দ বাবু যে মাত ভূমির এই উন্নতি সোপান ধ্বংশ মানসে পরশুরামের ন্যায় পরশু হস্ত হইয়াছেন তাহার কারণ কি? অবশ্যই কোন গোপনীয় কারণ আছে, এবং যদি কর্ত্ত পক্ষেরা ইহার অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে উহা সহজে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। নিস্বার্থ বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজ কুমার ঘোষ জমীদার মহাশয় যদিও পুত্র বিহীন কিন্তু তিনি পরহিতে ব্রতী হইয়া বহু কালের এই ইং স্কুলটি অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেছেন। কয়েক জন শিক্ষক এবং বালককে নিজের বাটিতে রাখিয়া তাহাদিগের ব্যয় নিজ হইতে দিতেছেন। সবইনেস্পেকটর বাবুর দ্বারা এতাদৃশ পরহিত ব্রত সেক্রেটরি বাবুর ইষ্ট সাধনে বিলক্ষণ বাধা জন্মিবার সম্ভাবনায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।

কাটীপাড়া ১৭।২।৭৬। } একান্ত বশম্বদ বস্থচিত দর্শক।

বাঙ্গালার শাসন প্রণালী।

লর্ড ক্লাইব নানা উপায়ে বাঙ্গলায় ইংরাজ অধিকার পরিবর্দ্ধন করিলে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এখানে গবর্ণর জেনারলের পদটির সৃষ্টি হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে প্রথম নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই সময় অপেক্ষাকৃত ইংরাজাধিকার অনেক পরিমিত ছিল। কিন্তু তত্রাচ মহারাষ্ট্রীয়গণ, হাইদার আলী, কার্ণাটের নবাব প্রভৃতির সঙ্গে অহোরহ রাজ্য সংক্রান্ত নানা রূপ গোলমাল উপস্থিত হইত বলিয়া এই উভয় স্থলে দুই জন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ কলিকাতা হইতে অনেক দূর, কাজেই বাঙ্গলার গবর্ণর জেনারল তথাকার কার্য্য সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ইংরেজেরা ক্রমেই ভারতবর্ষে অধিকার বাড়াইতে লাগিলেন। শেষে গবর্ণর জেনারলের হাতে এত কাজ আসিয়া পড়িল যে তিনি বাঙ্গলার শাসন কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিবার যথা প্রয়োজন সময় পাইতেন না, এই জন্যে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে লর্ড এলেনবরা বাঙ্গলার রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাঁহার অধীনে এক জন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। লর্ড ড্যালহাউসীর শাসন কালে ইংরাজাধিকার ভারতবর্ষে আরো বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং গবর্ণর জেনারেলের বাঙ্গলার রাজ শাসন নির্ব্বাহার্থে অতি অল্প সময় পাইবার সম্ভাবনা থাকিল। কাজেই তথাকার ডেপুটি গবর্ণরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল এবং ড্যালহাউসী ডেপুটি গবর্ণরের পদটি উঠাইয়া দিয়া তৎপদে এক জন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গলার সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। তবে গবর্ণর জেনারলের অধীনে থাকিয়া তাঁহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই রূপে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হ্যালিডে সাহেবকে প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা হয়। লর্ড ড্যাল হাউসির শাসন হইতে একাল পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে সমুদয় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহাতে সময় সময় অনেক গোল উপস্থিত হয়। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর না স্বাধীন, না সম্পূর্ণ অধীন, অথচ তাঁহার হাতে যত বড় রাজ্য, ভারতবর্ষে এত বড় রাজ্য আর কোনটিও নয়। বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, ও ছোট নাগপুর এত গুলি দেশ বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে চারিগুণ, প্রশিয়া হইতে আড়াই গুণ, ও ফ্রান্স হইতে প্রায় দেড় গুণ বেশী। সম্প্রতি যেরূপ জানা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসী সংখ্যা ছয় কোটি, তাহা হইলে ইংলণ্ড অপেক্ষা তিন গুণ, প্রসিয়া অপেক্ষা পাচ গুণ ও ফ্রান্স অপেক্ষা সাত গুণ লোক বাঙ্গালায় বাস করিয়া থাকে। আবার ইহাতে কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করিয়া থাকে। এক দিকে অসভ্য কোল, ভীলল, অপর দিকে উন্নতিশীল বাঙ্গালী ও সুসভ্য ইউরোপীয়। এই সকল বিবিধ প্রকার লোকের মনস্তুষ্টি করিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাজ করিতে হয়। এত বড় ও এরূপ একটি লোক পূর্ণ রাজ্যের ভার তাঁহার উপর, অথচ তাঁহার ক্ষমতার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। অনেক সময় তিনি জানিতে পারেন না কোন্ ভারটি তাঁহার এবং কোন্টি বা গবর্ণর জেনেরেলের। অনেক সময় শাসন সম্বন্ধে পরস্পরের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত যদিও বাঙ্গলা ভারত রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপেক্ষা বৃহৎ, লোক পূর্ণ ও উন্নত, কিন্তু তবু ইহার প্রতি তাদৃক মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই নিমিত্ত অনেক সময় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিজ শাসনাধীন দেশের উপর উদাস ভাব দেখাইতে বাধ্য হন। সার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে যখন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন তখন গবর্ণর জেনেরেলের কাউন্সেলের মেম্বর গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে কত বার বাধা দিয়াছেন, আবার সার পিটার গ্রাণ্ট যখন উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন তখন সার বর্টল ফেরার কর্ত্তক তিনি কত বাধা প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলার পরম হিতকারী বিডন সাহেব ও গ্রে সাহেব এই রূপে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কেবল টেম্পল সাহেব সম্বন্ধে অন্য রূপ ভাব দেখা যাইতেছে। ইহার সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন গোলযোগ নাই, এবং এই নিমিত্ত বাঙ্গলায় বিবিধ প্রকার উন্নতিও হইতেছে।

শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীকুঞ্জ বেহারি বসু,—দুঃখের সহিত এই ঘটনাটি লিখিয়াছেন। একটি বালিকার সহিত কোন যুবকের প্রণয় হয়। উভয়ে পত্র লেখা লেখি হয়, এমন কি পত্রের মধ্যে বালিকা যুবকটিকে "প্রাণ নাথ" প্রভৃতি প্রেমোদ্দীপক শব্দও ব্যবহার করে। ইহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করে যে, কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিবে না এবং যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক জন্মান তবু তাহারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইবে। প্রসিদ্ধ কবি সেক্সপিয়ার স্ত্রী লোকদিগকে দুর্ব্বলতার আধার বলিয়া ভৎসনা করিয়াছেন, কিন্তু পত্র প্রেরকের মতে পুরুষের ন্যায় দুর্ব্বল কেহ নহে। এই যুবক বালিকাটিকে এত আশা দিয়াও গুরু জনের ভয় ক্রমে অন্য রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন "কন্যাটি দিবা রাত্রি নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। কেহ নিকটে থাকিলে ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহার মলিন মুখ ও দীর্ঘ নিশ্বাস প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।" অবশেষে পত্র প্রেরক তাহার পত্র ইহাই বলিয়া শেষ করিয়াছেন। "যাহারা চিরকাল একত্র বাস করিবে তাহাদের সম্মতি ক্রমে বিবাহ কি সুখের নহে? ইহাকেই অকৃত্রিম প্রণয় বলে। আমি বলি এই রূপ বিবাহই উত্তম।" এই ঘটনা দ্বারা আমরা একটি বিষয় আশংকা করিতেছি। মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে ঝুড়ি ২ নাটক বাহির হইতেছে তাহাতে অনেক যুবকের মাথা খাইয়াছে। এক্ষণ আমাদের ভয় হইতেছে পাছে আমাদের বালিকা গুলিও 'প্রেম' রোগে আক্রান্ত হইয়া নাটকাভিনয় আরম্ভ করে।

শ্রীঃ—। বনগ্রামের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু ভুবন মোহন রায়ের বিরুদ্ধে কতক গুলি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক নাম দেন নাই সুতরাং তাহার পত্র খানি আমরা প্রকাশ করিলাম না। পত্র প্রেরক বলেন, মুন্সেফ বাবুর বয়স ৭০ বৎসর। তাহা যদি হয় তবে তিনি কি করিয়া এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন?

শ্রীকালী কমল দে—চট্টগ্রামে অনেক গুলি যাত্রাওয়ালা জুঠিয়াছে। পত্র প্রেরক ইহাদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া আমাদিগকে উহা ছাপাইবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক নিজে যাত্রাওয়ালা কি না আমরা জানি না। ফল তিনি হউন আর না হউন, আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

শ্রীঃ—। এক খানি বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া পত্র প্রেরক কি রূপ আনন্দ অনুভব করেন তাহা এই রূপে বর্ণন করিয়াছেন। "আমি এক খানি রত্ন কণক লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের পবিত্র মানস সরোবর হইতে এই রত্ন খানি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক স্তরে কত রত্ন রাজি সজ্জিত রহিয়াছে। যত দেখি ততই অন্তঃকরণে অদ্ভূত পুঞ্জ আনন্দ লহরী সমুত্থিত হয়। আশার অন্ত হয় না লোকে বলে, কিন্তু কোথায় তাহা কেহই—অনেকেই জানে না। আশা লতা আশার অতীত পথ অতিক্রম করিয়া প্রধাবিতা হয়, তাহার পবিত্র স্থল এই। রত্ন পরিমাণ আয়তন, আয়তন অতিক্রম করিলাম, আশার অন্ত হইল না। আবার প্রথমে আসিলাম, হঠাৎ দৃষ্ট হইল এ খানি প্রথম ভাগ। আশা আরো প্রবল হইল, আনন্দ লহরী হৃদয়ে উত্থিত হইল—" পত্র প্রেরক আর লিখিতে পারেন নাই, কারণ আনন্দের স্রোত এরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে যে উহার বেগ সম্বরণ করিতে না করিতে না পারিয়া তিনি ভূপতিত হন এবং তাহার দোয়াত কলম সমুদায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। পত্র প্রেরক ঘোর বিপদ গ্রাস্থ হইয়া ছিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।

জনেক রামপুরাবাসী—লিখিয়াছেন যে রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রায় প্রতি পল্লিতে চুরি হইতেছে কিন্তু একটি চুরিরও অনুসন্ধান হইতেছেনা। পত্র প্রেরক এই নিমিত্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়া পুলিশকে মনের সাধে গালি দিয়া গায়ের জ্বালা কতকটা মিটাইয়াছেন।

শ্রীরামসত্য মুখোপাধ্যায় হাসপুকুর, কালনা, বর্দ্ধমান—এক জন মুসলমান চিকিৎসক হকিমী পুস্তক হইতে পুরাতন জ্বরের একই উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন। ইহা সেবন করিয়া অনেক লোক আরোগ্য হইয়াছেন। কুক্সীম অর্থাৎ সচরাচর যাহাকে কুকুর সোঁক বলে এই বৃক্ষ পত্রের দেড় ছটাক সত্ব কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া জ্বর মগ্ন অবস্থায় উপর্য্যুপরি ৫। ৬ দিবস সেবন করিলে রোগী অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিবে।

চট্টগ্রাম স্কুলের ৩য় শ্রেণী ছাত্র—পত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

A well-wisher, Burdwan—আপনি কাহার well-wisher? পত্রিকা খানির না বর্দ্ধমানের রাজার? ইহাদের যাহারই well-wisher হন আপনার পত্র খানি ছাপিলে কোন পক্ষের উপকার হইবেনা, বরং ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়